শিশু কিশোর সিরিজ ৩

ছোটদের হযরত আলী

রাদিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু

ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

ফাহিম বুক ডিপো

ছোটদের হযরত আলী (রা.)

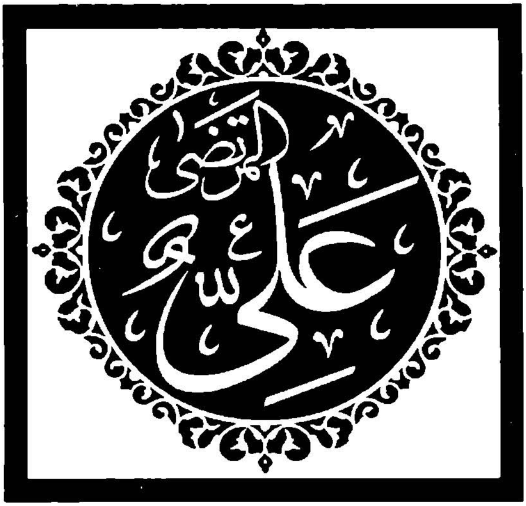

ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

ফাহিম বুক ডিপো
পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৮১১৪৩১১১, ০১৭১২২৮৭৬৯৫
e-mail : fahimbookdepo11@gmail.com
FB: Facebook.com/Fahimbookdepo.official

www.nagorikpathagar.org

ছোটদের হযরত আলী (রা.)
ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

প্রকাশক

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
ফাহিম বুক ডিপো
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৯

বর্ণবিন্যাস

আলফা ডিজাইন
৩৪ নর্থব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকাক।

প্রচ্ছদ

কামরুল ইসলাম

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

Sotodar Hazrat Ali- Written by D. Mohammad Arifur Rahman. Published by : Mohammad Nazrul Islam 50, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Tk- 150 US$ 5.

www.nagorikpathagar.org

উ ৎ স র্গ

মরহুম মা ও বাবা

এবং

আদরের রুহামা

নাকীব ও রাইমাসহ

বাংলা ভাষাভাষি সকল শিশুকে ॥

–প্রকাশক

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

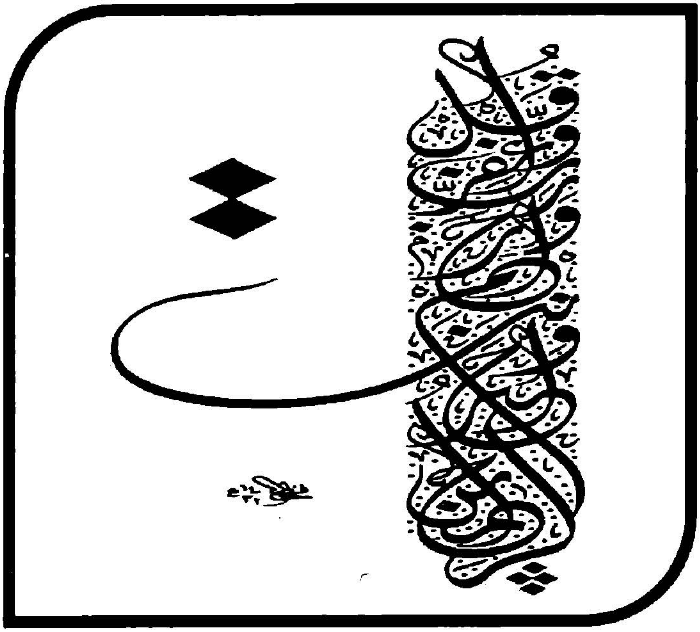

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

(ওয়াকুল রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়াআনতা খাইরুর রাহিমীন)

অর্থ: বল, হে প্রভু ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি উত্তম দয়াশীল।

(সূরা মুমিনূন,আয়াত : ১১৮)

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গকথা

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবী। বীরত্বে ও শৌর্য বীর্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয় এক বীর সেনানী। মহান আল্লাহ তাঁকে যে শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছিলেন তিনি তা পরিপূর্ণভাবেআল্লাহর পথে ব্যয় করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞশাসক, ন্যায়বিচারক ও আল্লাহভীরু একজন মহান খলীফা। তিনি ছিলেন জাহান্নামের ভয়ে ভীত এবং পরকালীন জীবনের শান্তিময় আবাস জান্নাতের প্রত্যাশী। পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এ মহামনীষীর অবদান অপরিসীম। অপর দিকে তাঁকে নিয়ে এক শ্রেণির মানুষ অতিভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে নানা ধরনের অনৈসলামিক কর্মকা- লিপ্ত হয় এবং তাঁর নামে অনেক মিথ্যা তথ্য প্রচার করে থাকে। এর বিপরীতে তাঁর সত্যনিষ্ঠ জীবন ইতিহাস সকলের জানা থাকা অতীব জরুরি। আমাদের শিশু কিশোর ও যুব সমাজ হযরত আলী (রা.)-এর মুল্যবান জীবনী সম্পর্কে অবগত হয়ে আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে এবং একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে তারা ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ গ্রন্থটি রচনা করার প্রয়াস। এ গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে তথ্যগত দিক থেকে আল কুরআন, সহীহ হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরে আলোকে বর্ণনা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও মানবীয় দর্বলতার কারণে নানা ভূলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পাঠক সমাজ ও বিদগন্ধ গুণীজনদের দৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত করছি। তথ্যবহুল ও বস্তু'নিষ্ঠ সংশোধনী আমরা সাদরে গ্রহণ করব। বইটির প্রচার প্রসারে সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

-লেখক।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

লেখক পরিচিতি

ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান একজন সৃজনশীল লেখক ও গবেষক। তার রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা : উৎপত্তি ও বিকাশ, নান্দনিক ইসলামী ক্যালিগ্রাফী, মাওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর মোস্তফা চরিত, প্রশ্নোত্তরে কুরআনের চ্যালেঞ্জ, নজরুল চেতনায় ইসলাম ও মহানবী (সা.), ছোটদের প্রিয়নবী (সা.), ছোটদের হযরত আলী (রা.) ইত্যাদি। ধর্ম-দশর্ন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবনী-সাহিত্য ও জনকল্যাণমূলক নানা বিষয়ে তিনি নিরলসভাবে লিখে যাচ্ছেন। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ও নব প্রজন্মের কাছে ইসলামের সুমহান শান্তি ও কল্যাণের অমিয় বাণী পৌঁছে দেওয়া তার লেখার অন্যতম লক্ষ্য। ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার অন্তর্গত জুইদন্ডী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মোহাম্মদ দলিলুর রহমান ছিলেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং মাতা আনোয়ারা বেগম একজন গৃহিনী। পাঁচ ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি সর্ব কনিষ্ঠ। গ্রামের মক্তব ও প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পর তিনি মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং কৃতীত্বের সাথে কামিল (হাদীস) কোর্স সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৫ সালে আরবি সাহিত্যে অনার্স এবং ২০০৬ সালে মাষ্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেন। ২০১৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিক কর্ম জীবন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি শিক্ষা, সমাজ সেবা ও গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি যুক্ত আছেন। ইসলামের সুমহান ঐক্য ও শান্তির শিক্ষার আলোকে "বিবেদ নয় : ঐক্য চাই, সন্ত্রাস নয় : শান্তি চাই" এ নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামী জীবন দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আধুনিক বিশ্বেও সামাজিক ন্যায়বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সমাজের প্রতিটি মানুষ সাম্য, ন্যায়বিচার ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকুক এটাই তার প্রত্যাশা। - প্রকাশক।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

১.	নাম ও বংশ পরিচয়	১৩
২.	বাল্য জীবন ও ইসলাম গ্রহণ	১৫
৩.	রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমত ও সহচার্য	১৭
৪.	রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম সাহায্যকারী	১৮
৫.	হিজরতকালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমানতদার	১৯
৬.	নবী পরিবারের সদস্য হযরত আলী (রা.)	২২
৭.	বীর সেনানী হযরত আলী (রা.)	২৫
৮.	জুলফিকার পেয়ে ধন্য হলেন হযরত আলী (রা.)	২৯
৯.	আল্লাহর নবীর কাতিব	৩১
১০.	জান্নাতের সুসংবাদ পেলেন	৩৪
১১.	ইসলাম প্রচারের জন্য ইয়ামেন সফর	৩৬
১২.	মহাপন্ডিত হযরত আলী (রা.)	৩৮
১৩.	হাদীসে রাসূলের উৎস হযরত আলী (রা)	৪১
১৪.	স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হযরত আলী (রা.)	৪২
১৫.	পূর্ববর্তী মহান খলীফাদের বিজ্ঞ পরামর্শক	৪৫
১৬.	মুসলিম জাহানের খলীফা হলেন হযরত আলী (রা.)	৪৭
১৭.	খেলাফতকাল ও যুদ্ধবিগ্রহ	৫১
১৮.	ন্যায়বিচারক খলীফা	৫৫
১৯.	মহানুভবতার মূর্তপ্রতিক	৫৯
২০.	আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্‌	৬৩
২১.	জনকল্যাণের মহৎ আদর্শ	৬৭
২২.	কবি ও সুবক্তা	৬৯
২৩.	শাহাদাতের অমিয় সুধা পান	৭২
২৪.	উত্তরাধিকার নির্ধারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ	৭৫
২৫.	ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আহলে বাইতের আত্মত্যাগ	৭৭
২৬.	হযরত আলী (রা.)-এর অমূল্য বাণী	৮২
২৭.	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত ১টি কবিতা	৮৫

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

নাম ও বংশ পরিচয়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আলী (রা.) ইসলামের চতুর্থ খলীফা। যে চারজন মহামর্যাদাবান সাহাবী খোলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে মুসলিম উম্মার কাছে বিশেষ সম্মানিত, হযরত আলী (রা.) হলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি মহানবী (সা.)-এর জামাতাও বটে। তিনি যেমন ছিলেন বীর যোদ্ধা, তেমনি ছিলেন জ্ঞানী ও বিদ্বান। রাসূল (সা.) তাঁকে'জ্ঞানের দরজা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। শৌর্য-বীর্যের জন্য তিনি 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ),'ইয়াদুল্লাহ' (আল্লাহর হাত), মুরতাজা (সন্তুষ্টি প্রাপ্ত) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হন। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)কে 'সিদ্দীক', দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)কে 'আল ফারুক' এবং তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)কে 'গণী' বলা হয়, তেমনিভাবে হযরত আলী (রা.)কে 'মুরতাজা' বলা হয়। ইসলামের জন্য হযরত আলী (রা.)-এর অবদান অপরিসীম।

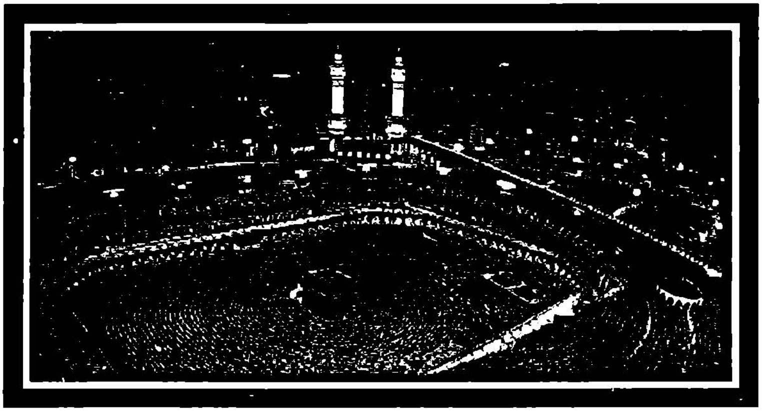

(পবিত্র খানায় কাবা, যার বরকতময় অঙ্গনে হযরত আলী (রা.) জন্মগ্রহণ করেন)

www.nagorikpathagar.org

মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির দশ বছর আগে (৬০০ খ্রিষ্টাব্দে) হযরত আলী মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু তালিব। মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। আবু তালিব ছিলেন মহানবী (সা.)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিমের পুত্র। সেই সূত্রে আবু তালিব মহানবী (সা.)-এর আপন চাচা এবং আলী আপন চাচাতো ভাই। হযরত আলীর ডাক নাম আবু তুরাব ও আবুল হাসান। প্রিয় রাসূল (সা.)-এর রক্তের সাথে তিনি আরো নানাভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মা ফাতিমা বিনতে আসাদ মহানবী (সা.)-এর ফুফু। এ সুত্রেও তিনি মহানবী (সা.)-এর আত্মীয়। হযরত আলীর (রা.) জন্ম হয়েছিল কাবার আঙ্গিনায়। কারো কারো মতে কাবা শরীফের পাশে বনু হাশেমীর ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। জন্ম স্থান যেটি হোক, একথা সত্য যে, তিনি পবিত্র কাবা ঘরের বরকতময় পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাবার শরীফের পবিত্র পরশই তাঁর জীবনকে উজ্জ্বল ও মহান করেছে। তাঁর নানার নাম ছিল আসাদ। তাই তাঁর মাতা ফাতিমা ছেলের নাম রেখেছিলেন-আসাদ। 'আসাদ' অর্থ সিংহ।

পিতা আবু তালিব ভাবলেন, তাঁর ছেলের নাম হবে আরো সুন্দর, আরো উন্নত ও শ্রুতিমধুর। কি দেওয়া যায় তার নাম! বহু চিন্তা-গবেষণা করে তিনি ছেলের নাম রাখলেন নাম আলী। আলী শব্দের অর্থ-সমুন্নত। তাঁর ছেলে সমস্ত ভয়ভীতি, লোভলালসার উর্ধ্বে থাকবেন। হিংসা ঘৃণা ছুতে পরবে না তাকে। ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত থাকবে। জ্ঞানের সাধনায় হবে অতুলনীয়। বস্তুত হযরত আলী (রা.) এর জীবনী আলোচনা করলে মা-বাবার দেওয়া এ উভয় নামের সার্থকতা পাওয়া যায়। সিংহের মতোই ছিল তাঁর তেজ আর শক্তি। আর মানবিক সকল মহৎ গুণে ও কর্মে ছিলেন অতি উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন এক মর্দে মুজাহিদ। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুদ্ধি, ন্যায়বিচার, ধৈর্য, বীরত্ব, ত্যাগ ও আল্লাহ ভীরুতাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বিশ্বমানবতার জন্য তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শ।

www.nagorikpathagar.org

বাল্য জীবন ও ইসলাম গ্রহণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর চাচা আবু তালিব তাঁকে লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। চাচী ফাতিমা বিনতে আসাদ তাঁকে মেয়ের স্নেহে বড় করে তুলেন। আবার আবু তালিবের ঘরে যখন হযরত আলীর জন্ম হয়, তখন মহানবী (সা.) তাঁর প্রতি বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিপাত করেন। এক সময়ে চাচা আবু তালিবের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটলে মহানবী (সা.) এবং তাঁর স্ত্রী বিবি খাদিজা হযরত আলী (রা.)-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) আলীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে আলী বেড়ে উঠেন এবং শিষ্টাচার ও নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহণ করেন। শৈশবে আলী (রা.) এর পেট কিছুটা মোটা ছিল। এ নিয়ে সমবয়সীরা তাঁকে হাসি ঠাট্টা করত। তাতে তিনি মোটেও চটতেন না। বরং তাদের হাসি পরিহাস যেন তিনি নিজেও উপভোগ করতেন । আবু সাঈদ তামীমী বলেছেন, আমরা তাঁকে পেটমোটা বলে উপহাস করলে তিনি মোটেও রেগে যেতেন না, উল্টো পরিহাস করে বলতেন, 'হ্যাঁ, পেটটি আমার মোটাই বটে, তবে তা বেশি এর খাবার কারণে নয়। এতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি আর ইলম জমা আছে বলেই এমন মোটা দেখাচ্ছে। হযরত আব্বাস বলেন, "মহানবী (সা.) তাঁর সন্তান-সন্তুতির চেয়েও আলীকেই বেশি ভালবাসতেন। তিনি বাইরে না গেলে আলীকে আমি অতি অল্প সময়ের জন্যেও তাঁর হাত ছাড়া হতে দেখিনি।" হযরত আলীও মহানবী (সা.) প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) সে সৌভাগ্যবান কিশোর, যিনি রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন আলী (রা.)-এর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। বালকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী খুবই চমকপ্রদ। হযরত আলী একদিন অবাক হয়ে দেখলেন ঘরের ভেতর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত খাদিজা (রা.) মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আছেন। অর্থাৎ তাঁরা উভয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের

www.nagorikpathagar.org

জন্য সিজদাহ করছেন। এ দৃশ্য ছিল হযরত আলীর নিকট অপরিচিত এবং কৌতুহল উদ্দীপক। তিনি অপেক্ষা করলেন এবং সিজদা হতে মহানবী (সা.) মাথা উঠালে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি হচ্ছে ? রাসূল (সা.) বললেন, 'এক আল্লাহর ইবাদত করছি। তোমাকে এ পথে আসার দাওয়াত দিচ্ছি'। হযরত আলী নির্দ্বিধায় এ দাওয়াত কবুল করে ঘোষণা করলেন-

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। অর্থাৎ : আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই, মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন তাঁর প্রেরিত রাসূল।

এভাবে হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম কিশোর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এ নিয়ে কিছুটা মতভেদ থাকলেও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-ই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.) ও ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে হযরত খাদিজা (রা.)-এর পর হযরত আলী প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, মহিলাদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা, বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.), দাসদের মধ্যে হযরত যায়িদ বিন হারিসা, কিশোরদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) প্রথম ইসলাম কবূল করেন।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমত ও সহচার্জ

হযরত আলী (রা.) বাল্যজীবন মহানবী (সা.)-এর মহান সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন। একারণে তিনি তাঁর খিদমত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অপরদিকে নবীজীর মহান সহচার্যে আলীর জীবন ধন্য হয়েছিল। তিনি তাঁর কাছে জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষা লাভ করেছিলেন, উত্তম শিষ্টাচার ও মহানুভবতা শিখেছিলেন। জাহেলী যুগের সমস্ত পাপাচার ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। নবুয়তের প্রথম দিকে নামাযের সময় হলে মহানবী (সা.) মক্কার কোনো এক গিরিপথে গিয়ে গোপনে নামায আদায় করতেন। কখনো আলীও সাথে যেতেন এবং তাঁকে অনুসরণ করতেন। নবুয়তের চতুর্থ বছরে আত্মীয় স্বজনের নিকট তৌহিদের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর নির্দেশ আসলে রাসূল (সা.) সাফা পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে তাদেরকে দ্বীনের পথে আহ্বান জানালেন। তাঁর এ আহ্বানে তারা সাড়া না দিয়ে আরো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। তারা আল্লাহর নবীকে আজে বাজে কথা বলে চলে গেলো। এরপর হযরত আলীর সহযোগিতায় রাসূল (সা.) নিজ বাড়িতে কিছু লোককে আপ্যায়নের জন্য দাওয়াত দিলেন। এতে আবূ লাহাব, আবূ তালিব, হযরত হামযা, হযরত আব্বাসসহ প্রায় চল্লিশজন লোক উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে রাসূল (সা.) বললেন, 'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ। আমি তোমাদের জন্য সেই বস্তু নিয়ে এসেছি, যা তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অত্যন্ত উত্তম নিয়ামতসমূহ দিয়ে ভূষিত করবে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে ?'

মহানবী (সা.)-এর এমন মর্মস্পর্শী আহ্বানের পরও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ চুপ থাকলো, কেউ কোনো কথা বললো না। হঠাৎ কিশোর আলী দাঁড়িয়ে বললেন- 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বয়সী তবুও আমি আপনাকে সাহায্য করবো।' একথা তিনি তিনবার বললেন। তৃতীয় বার বলার পর রাসূল (সা.) বললেন, 'তুমিই আমার ভাই এবং ওয়ারিশ হবে'। বস্তুত সর্বাবস্থায় হযরত আলী (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.)-এর সর্বাত্মক সাহায্যকারী।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম সাহায্যকারী

হযরত আলী (রা.) ছিলেন মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম সাহায্যকারী। সুখে-দঃখে বিপদে আপদে আলী ছায়ার মতো তাঁর পাশে থাকতেন। মক্কার কাফির-মুশরিকরা নবীজীর উপর জুলুম নির্যাতন চালালে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। বীরের মতো ছুটে গিয়ে তাদের মোকাবিলা করতেন। একবার মক্কার বিখ্যাত বীরযুদ্ধা আমর বিন আব্দে ওয়াদ মহানবী (সা.)-এর সামনে এসে যুদ্ধের ডামাঢোল বাজাচ্ছে। নেচে-গেয়ে মল্ল যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তাৎক্ষনিক মোকাবিলা করার মতো তখন কেউ উপস্থিত ছিল না। তার এ হম্বী-তম্বী দেখে হযরত আলী এগিয়ে এলেন। তিনি তার সাথে মল্ল যুদ্ধে লড়ার জন্য নবীজীর অনুমতি চাইলেন। নবীজী বল্লেন- তুমি বস, আমরের মতো বীর সাথে তুমি যুদ্ধে যাওয়া কী ঠিক হবে? কারণ সে মক্কার প্রসিদ্ধ যুদ্ধা আর তুমি একজন সাধারণ যুবক। ওই দিকে আমর যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে যাচ্ছে, দম্ভ-অহংকারের সাথে কবিতা পড়ে মুসলমানদের নিন্দাবাদ করছে। তার এসব দম্ভ-অহংকার আলী অন্তরে তীরের মতো বিদ্ধ হচ্ছে। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। নবীজীর কাছে গিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! এই অহংকারী আমরের মোকাবিলা আমিই করব। একথা বলে তিনি আমরের দিকে ছুটে গেলেন। এ সময়ে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন-

(হে আমর)তুমি তাড়াহুড়া করো না
তোমার ডাকে সাড়াদানকারী আসছে
নিয়ত ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সাথে
সত্যই সব মুক্তিকামীকে রক্ষা করে।
এক আঘাতে যারস্মরণ মৃত্যুর পর্বে
গলার গড়গড় শব্দ চলার সময়েও থাকবে।

হযরত আলী আমরের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধে চালিয়ে গেলেন। যুদ্ধের নানা পর্যায় অতিক্রম করে আলী আমরকে বধ করলেন। আলীর এ বীরত্বে চতুর্দিকে আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর, আল্লাহ মহান-আল্লাহ মহান ধ্বনীতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

www.nagorikpathagar.org

হিজরতকালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমানতদার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নবুওয়ত লাভের পর প্রায় তেরটি বছর মক্কার কাফিরদের মাঝে কাটিয়ে দিলেন। তিনি মক্কার পথে-প্রান্তরে মানুষদের ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। কিছু মানুষ তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিল, কিন্তু মক্কার অধিকাংশ লোক তাঁর দাওয়াতকে প্রতিহত করতে উঠে পড়ে লাগে। নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা দিন দিন চরম থেকে চরমতর হচ্ছিল। কখনো ফুটন্ত গরম পানিতে ঢেলে দিয়ে কখনো বা প্রচ- উত্তপ্ত মরুভূমির পাথর-বালিতে টানা হেঁচড়া করে সাহাবীদের তারা কষ্টের পর কষ্ট দিয়ে তাদের জীবনকে দুঃখের ভয়বহতার মধ্যে ফেলেদে। ইতিহাসে এমন একজন সাহাবীর নামও পাওয়া যাবে না, যিনি এ সময়ের এত ভয়াবহ নির্যাতনের মুখে নবীজীকে ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। কিংবা ছেড়ে দিয়েছেন তাওহীদী বিশ্বাস। বরং তাঁরা ছিলেন ঈমানের উপর অটল-অবিচল।

যতই দিন যেতে লাগলো মুসলমানদের উপর কাফির মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতন বেড়ে চললো। এক পর্যায়ে নবী (সা.)-এর নির্দেশে কিছু লোক হাবশায় হিজরত করলেন। এরপর আরো কিছু লোক মদীনায় হিজরত করলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির তেরতম বছরে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) কেও মদীনায় হিজরত করার হুকুম আসলো।ওদিকে কুরাইশগণ ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখতে না পেরে স্বয়ং রাসূল (সা.)কেই হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। ঠিক হিজরতের দিন তারা রাসূল (সা.)-এর বাড়ি ঘেরাও করলো। মহানবী (সা.) হযরত আলীকে তাঁর আমানতদার হিসেবে স্থলভিষক্ত করলেন। কেননা মক্কার লোকেরা বিশ্বস্ততার কারণে নবীজীর কাছে তাদের ধন-সম্পদ আমানত রাখতেন। এ জন্যই তো তাঁকে 'আল-আমীন' বলা হতো। সে ধন-সম্পদ যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি হযরত আলীকে দায়িত্ব দিলেন। নবীজী (সা.) হযরত আলীকে নিজের

www.nagorikpathagar.org

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সিদ্দিকে আকবর (রা.) কে সাথে নিয়ে শত্রুদের সম্মুখ দিয়েই বের হয়ে গেলেন, কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারল না। মূলত: মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে হিফাজত করার জন্য সাময়িকভাবে তাদের দৃষ্টিশক্তি নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলেন। এদিকে রাসূল (সা.)-কে নিরাপদে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে হযরত আলী নবীজীর বিছনায় শুয়ে আছেন। কুরাইশরা বিছনায় আলীকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। তারা তাঁকে বকা ঝকা করলো, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল। নানা ভয়ভীতি দেখলো। কিন্তু যার মনে রয়েছে আল্লাহর ভয়, সে কি কখনো মানুষের ভয়ে ভীত হয়? আল্লাহর নবীর জন্য জীবন দেওয়া তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই হযরত আলী এসব কিছুর পরওয়া করলেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করলেন। আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের অনিষ্ট থেকে তাকে হিফাজত করলেন। শত্রুরা নিরাশ ও হতদ্যোম হয়ে ফিরে গেলো। হযরত আলী মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নিকট রক্ষিত আমানত মালিকদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিলেন। কয়েকদিন পর হিজরতের উদ্দেশ্যে তিনি ও মদীনার পথে রওনা দিলেন এবং দীর্ঘ সফর শেষে মদীনায় গিয়ে প্রিয়নবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হলেন।

(মুসলমানদের হিজরতের একটি কল্পিত দৃশ্য)

www.nagorikpathagar.org

মাদানী জীবনের সূচনাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে 'মুয়াখাত' বা দ্বীনী-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করছিলেন, তখন তিনি নিজের একটি হাত আলীর (রা.) কাঁধে রেখে বলেছিলেন, 'আলী তুমি আমার ভাই। তুমি হবে আমার এবং আমি হব তোমার উত্তরাধিকারী।' পরে রাসূল (সা.) আলী ও সাহল বিন হুনাইফের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

নবী পরিবারের সদস্য হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী ছিলেন পূতঃপবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনের অধিকারী আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য। যাঁদের শানে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন : 'হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র রাখতে।' (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৩৩) হিজরী দ্বিতীয় সনে হযরত আলী (রা.) রাসূলে কারীমের (সা.) মেয়ের জামাই হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর সাথে নিজের আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বিবাহ দেন। বিবাহের সময় হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৪ বছর এবং হযরত আলী (রা.)-এর বয়স ছিল ২২ বছর। বিবাহের প্রস্তাব আসার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ডেকে জিজ্ঞস করলেন- মোহরানা আদায় করার মতো কোনো কিছু তার আছে কিনা ? উত্তরে হযরত আলী জানালেন- একটি মাত্র ঘোড়া ও একটি বর্ম (যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত লোহার পোশাক) রয়েছে। তখন রাসূল (সা.) বললেন- 'তুমি বর্মটি বিক্রয় করে মোহরানার খরচ সংগ্রহ কর।' হযরত আলী বর্মটি ৪৮০ দিরহামের বিনিময়ে হযরত উসমানের নিকট বিক্রয় করলেন। রাসুল (সা.) সেই অর্থ দিয়ে হযরত বেলালকে কিছু সুগন্ধি নিয়ে আসার জন্য বাজারে পাঠান। হযরত বেলাল (রা.) নির্দেশ মতো সুগন্ধি নিয়ে আসলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলীর সাথে নিজের আদরের কন্যা হযরত ফাতেমাকে অত্যন্ত অনাড়ম্বর পরিবেশে বিবাহ দেন। বিদায়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) মেয়েকে একটি খাটিয়া, বিছানা, একটি আটা পিষার চাক্কি এবং পানি তোলার একটি মশক উপঢৌকন দিয়েছিলেন। শেষোক্ত জিনিস দুটি মা ফাতেমার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিল।

বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আলীর (রা.) কোনো বাড়ি-ঘর ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথেই থাকতেন। বিবাহের পর মা

www.nagorikpathagar.org

ফাতেমাকে নিয়ে বাস করার জন্য যখন বাড়ির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন হারেস বিন নো'মান আনসারী তাদের বাস করার মতো একটি বাড়ি দিলেন। হযরত ফাতেমাকে নিয়ে হযরত আলী সেই বাড়িতে তিনি আসলেন এবং সেখানেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সব সময় জামাতা আলী ও কন্যা হযরত ফাতেমার মাঝে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার মতো পরিবেশ ও অবস্থা গড়ে তুলবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন। সাংসারিক ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোনো রকম মনোমালিন্য দেখা দিলে স্বয়ং তিনি উভয়ের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দিতেন এবং উভয়ের সুখময় সংসার আরো সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তুলার চেষ্টা করতেন।

একদিন এমনি একটি দাম্পত্য কলহ মিটিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসিমুখে মা ফাতেমার বাড়ি হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাঁর নূরানী চেহারা মোবারকে আনন্দের ঝিলিক খেলে বেড়াচ্ছিল। পথিমধ্যে জনৈক সাহাবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিছুক্ষণ আগেও আমরা আপনাকে উদ্বিগ্ন দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন যে আপনাকে বড়ই হাসি-খুশি দেখছি, এর কারণ কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এইমাত্র আমি আলী ও ফাতেমার মাঝে দাম্পত্য কলহ মীমাংসা করে এসেছি। তারা দু'জনই আমার কাছে বড় আদরের। তারা আজ আনন্দিত। সে আনন্দের প্রভাব আমার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে।

হযরত আলীর ঔরসে হযরত ফাতেমার গর্ভে পাঁচজন সন্তান-সন্ততি (তিন ছেলে দুই মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর হলেন : ১. হযরত হাসান (রা.), ২. হযরত হোসাইন (রা.), ৩. হযরত মোহসিন (রা.)। হযরত মোহসিন অতি শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। দুই কন্যাঃ ১. হযরত উম্মে কুলসুম ও ২. হযরত জয়নাব। দ্বীন ও ঈমানের নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদের সকলেই ইসলামের ইতিহাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছেন। পরবর্তীতে হাসান হুসাইনের দ্বারাই তাদের বংশ বিস্তৃত হয়। নবী দুলালী হযরত ফাতেমা (রা.)

www.nagorikpathagar.org

হিজরী এগার সনের রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ২৯/৩০ বছর।

রাসূলুল্লাহর (সা.) ওফাতের পর তাঁর নিকট-আত্মীয়রাই কাফন-দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী রা. গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত উমর বিন আবি সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, 'যখন উক্ত আয়াত (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৩) নাযিল হলো তখন আল্লাহর রাসূল হযরত উম্মে সালামার ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি হযরত ফাতেমা, হাসান, হোসাইনকে সে ঘরে ডেকে নিয়ে একটি চাদরের নিচে ঢুকিয়ে নিলেন। হযরত আলী (রা.) রাসূলের (সা.) পশ্চাতে ছিলেন। তাঁকেও ডেকে নিয়ে চাদরের নিচে ঢুকিয়ে দোয়া করলেন: 'হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত; তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে নিন এবং তাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করে দিন।' (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

বীর সেনানী হযরত আলী (রা.)

ইসলামী খিলাফতের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)একজন মহাবীর হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। খায়বর যুদ্ধে কামূস দুর্গ জয়করার কারণে নবী (সা.) তাঁকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বহু ঐতিহাসিক যুদ্ধের জীবন্তসাক্ষী। বহু যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন শেরে খোদা হযরত আলী (রা.)। একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে যে দুটি কালো রংয়ের পতাকা মুসলমানদের হাতে ছিলো; তার একটি ছিলো মহানবী (সা.)-এর হাতে এবং অপরটি ছিল হযরত আলী (রা.)-এর হাতে। বদরের যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত স্থানটিও হযরত আলী নির্বাচন করেন। এ যুদ্ধে প্রথমেই উভয় পক্ষের তিনজন করে যোদ্ধা মুখোমুখি হয় রাসূল (সা)-এর ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র আলী স্বয়ং প্রতিপক্ষ ওলীদকে আক্রমণ করে ধরাশয়ী করে ফেলেন। এরপর শাইবাকে হযরত উবাইদা (রা.)-এর উপর আক্রমণ করতে দেখে আলী মুহূর্তের মধ্যে শাইবাকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। এরই ফলে পুরো যুদ্ধের পরিস্থিতি পাল্টে যায় এবং মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত হয়। বদরের ময়দানে সাদা পশমী একটি রুমালের জন্যও তিনি চিহ্নিত ছিলেন। হযরত কাতাদা (রা.)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- "বদরসহ প্রতিটি যুদ্ধে হযরত আলী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকাবাহী।" (তাবাকাতঃ ৩/২৩)

ঐতিহাসিক ওহুদ যুদ্ধে যখন অন্যসব মুজাহিদ পরাজিত হয়ে পলায়নরত ছিলেন, তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক রাসূলুল্লাহকে (সা.) কেন্দ্র করে ব্যূহ রচনা করেছিলেন, আলী (রা.) ছিলেন তাঁদের একজন। এমনিভাবে সকল যুদ্ধে তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণ শক্তি ও বীরত্বকে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। যার কারণেই রাসূল (সা.) তাঁকে 'হায়দার' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'জুলফিকার' নামক তরবারিটি উপহার দেন। সব থেকে আনন্দের কথা হলো রাসূল (সা.)-এর যুগের

www.nagorikpathagar.org

সকল যুদ্ধেই তিনি ছিলেন মুসলমানদের নিশানবর্দার বা পতাকাবাহী। তিনি রাসূলে কারীম (সা.)-এর যুগের সকল যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

হযরত আলী (আ.)-এর আকাশ-ছোঁয়া বীরত্ব ও মহত্তের কারণে তিনি ইতিহাসে বীর কেশরী আলী নামে পরিচিত হন।

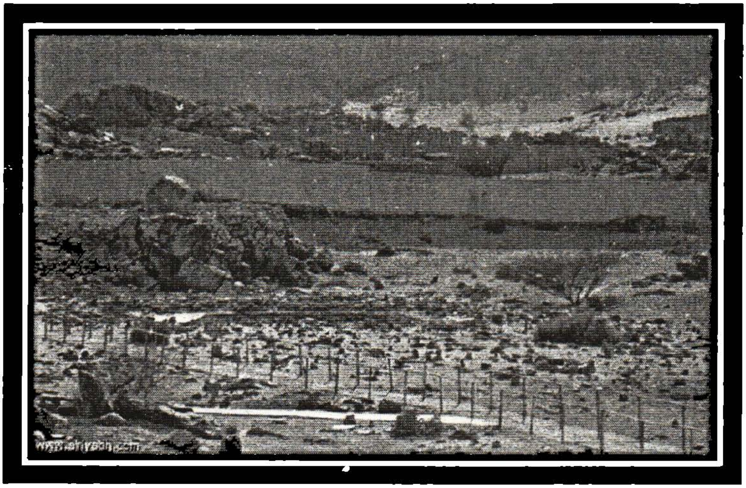

(ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর)

খায়বর যুদ্ধ চলছে। ইসলামের বড় দুশমন ইহুদিদের সঙ্গে। কঠিন এক যুদ্ধ। শত্রুদের অবস্থান মজবুত মাটিতে দুর্গের ভিতরে। দুর্গের দরজার কবাট ভারি শক্ত আর ভীষণ ভারী। কেউ না খুলতে পারছে না পারছে ভাঙতে। রাসূল (সা.) প্রথম মুসলিম বাহিনীর পতাকা দিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর হাতে। তিনি একদল সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। কিন্তু বিজয় অর্জন সম্ভব হলো না। তারপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর নেতৃত্বে অপর একদল মুজাহিদদের পাঠালেন। তাঁরাও তুমুল যুদ্ধ করলেন। কিন্তু সফল হতে পারলেন না। ফলে তাঁরা ফিরে এলেন। তারপর আবার হযরত ওমর (রা.) সৈন্য সামন্ত নিয়ে অগ্রসর হলেন। প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু এবারও দুর্গ অজেয় রয়ে গেল। রাসূল (সা.) এ সংবাদ শুনে বললেন, 'আগামীকাল আমি এমন

www.nagorikpathagar.org

একজন বীরের হাতে পতাকা দেবো, যে ঘুরে ঘুরে শত্রুর ওপর হামলা চালাবে এবং বিজয় নিশ্চিত হবে। যাঁর হাতে পতাকা দিবো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁকে ভালোবাসেন এবং সে আল্লাহ ও রাসূলকে (সা.) ভালোবাসে। আল্লাহ তাঁকে বিজয় না দেওয়া পর্যন্ত সে ফিরে আসবে না।'

বড় সাহাবীদের বাসনা জাগল যেন সে ভাগ্যবান ব্যক্তিটি তিনিই হন। হযরত সাদ (রা.) এসে রাসূলের সামনে বিনীতভাবে দাঁড়ালেন, যাতে রাসূলের (সা.) দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে। .

মুমিনের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রিয় হওয়ার চেয়ে লোভনীয় আর কি আছে? যে কাজটি করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ভালোবাসেন সে কাজটি করতে কে এগিয়ে যেতে না চায়? সাহাবীরা কখনো কেউ নেতৃত্বের লোভ করতেন না। কিন্তু যেদিন রাসূলের (সা.) পবিত্র মুখ থেকে শুনেছিলেন, 'যে ব্যক্তি আগামীকাল পতাকা হাতে পাবে, সে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রিয়পাত্র এবং বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফিরে আসবেন না।' একি চাট্টিখানি খুশি আর গৌরবের কথা! এ তো পরম আর চরম আনন্দের সংবাদ। তাই সবাই দারুন আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। সবার মনে টান টান অবস্থা। সকালে রাসূল (সা.) কার হাতে পতাকা তুলে দেন! রাত পোহালো, তবুও যেন অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে না। ফজরের নামাযের পর সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় হযরত রাসূল করীম (সা.) হযরত আলীকে ডাকলেন। হযরত আলী (রা.) তখন চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। প্রিয়নবী (সা.) তাঁর চোখে মুখের থুথু দিলেন এবং রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। সাথে সাথে হযরত আলীর চোখ রোগমুক্ত হলো এবং তাঁর হতে পতাকা তুলে দিলেন। এরপর হযরত আলী (রা.) দ্রুত খায়বর দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেন। মুজাহিদ বাহিনীর শেষাংশ পৌঁছার আগেই তিন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি দুর্গে

www.nagorikpathagar.org

পৌঁছার সাথে সাথে ইহুদিরা তাঁকে আক্রমণ করে বসে। পূর্বের চেয়ে অধিক শক্তি নিয়ে তারা ভীষণভাবে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক সময় আলী (রা.)-এর হাতের ঢাল মাটিতে পড়ে যায়। তিনি মাটি থেকে ঢাল আর হাতে তুলে নিলেন না। দুর্গের কপাট ধরে এক হেঁচকা টান মেরে কপাট খুলে ফেললেন এবং সেই কপাট হাতে ধরে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এরপর এক পর্যায়ে সেই ভারী লৌহ কপাট পিটের ওপর রেখে মুসলিম বাহিনীর দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করার সিঁড়ি পথ তৈরি করে দিলেন। মুসলিম বাহিনী সেই সিঁড়ি পথ দিয়ে দ্রুত দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করলেন। ইহুদিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরাজয় মেনে নিলো এবং হযরত আলীর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী খায়বর দুর্গ জয় করে নিলো। এবার দুর্গের ভিতরে ইহুদিদের পতাকার পরিবর্তে মুসলিম বাহিনীর কালেমা খচিত পাতাকা পতপত করে উড়তে লাগলো।

www.nagorikpathagar.org

জুলফিকার পেয়ে ধন্য হলেন হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন অকুতভয় যোদ্ধা ও বীর সেনানী। খয়বরের সুরক্ষিত কামূস দুর্গ জয় করলে মহানবী তাঁকে "আসাদুল্লাহ" বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দেন। তাঁর জীবনের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ছিল রাসূল (সা.)-এর নিকট হতে ঐতিহাসিক 'জুলফিকার' নামক তরবারির অধিকারী হওয়া। ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাস বিখ্যাত খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের ময়দানে ৩০০০ মুসলিম সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে ১০ হাজার বিশাল সৈন্যের বিপক্ষে যার নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান। এতো বিশাল শত্রুপক্ষের বিপক্ষে মাত্র ৩ হাজার সৈন্যের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়াটা স্বাভাবিক। এসময় মহানবী (সা.) করজোড়ে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং 'জুলফিকার' নামক একটি মর্যাদাবান তরবারি হযরত আলী (রা.)-এর হাতে প্রদান করেন। এ তরবারী দিয়ে হযরত আলী বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত করেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল মুসলিম সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা কম এবং শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। হযরত আলী (রা.)-এর অপরাজেয় তরবারি জুলফিকারের আঘাতে নিহত হয় ভয়ানক কাফির কমা-ার আবু জারুলসহ আরো অনেকেই। 'জুলফিকার' নামক তরবারিটি পেয়ে হযরত আলী (রা.) মহাসৌভাগ্যবান হন। এ তরবারি মুসলিম উম্মাহর শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

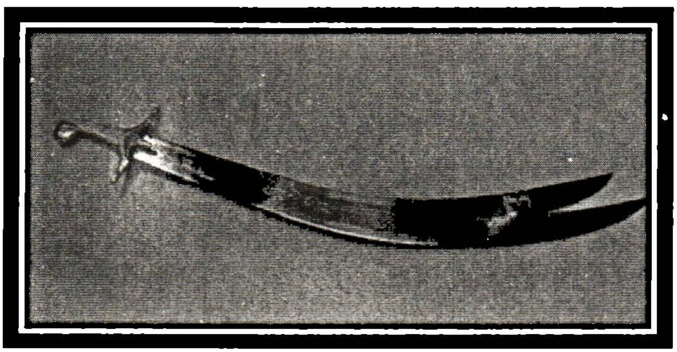

(তুর্কি যাদুঘরে সংরক্ষিত হযরত আলী (রা.)-এর একটি তরবারি)

www.nagorikpathagar.org

কারো কারো মতে বদর যুদ্ধে বিশেষ বীরত্তের জন্য নবী (সা.) তাঁকে "জুলফিকার" নামক তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদের মতে, 'জুলফিকার' তরবারিটি হযরত আলী (রা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর বড় পুত্র হাসান (রা.)-এর কাছে দেওয়া হয়। পরে হাসান (রা.) শহীদ হওয়ার পর পালাক্রমে আসে হোসাইন (রা.)-এর কাছে এবং তা দিয়ে কারবালায় ইয়েজিদ সৈন্যের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। এরপরে তরবারিটি হারিয়ে যায়। নবীজী (সা.) তখনকার যুগের নয়টি তরবারি রেখে যান যার মধ্যে আটটি তুর্কির তোপকাপি যাদুঘরে এবং অন্যটি মিশরের কায়রোতে সংরক্ষিত আছে। তবে জুলফিকার তরবারিটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

হযরত আলী (রা) ছিলেন একজন শক্তিশালী বীর যোদ্ধা অসধারণ শৌর্য-বীর্য ও বিক্রমের অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরাদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হযরত আলী (রা)-এর জুলফিকার তরবারি নিয়ে খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর একটি রচনা সমগ্রের নাম দিয়েছেন জুলিফিকার। তিনি জুলফিকারের অধিকারী হযরত আলীর বীরত্বের গান গাইতে গিয়ে বলেন-

খায়বর-জয়ী আলী হাইদার, জাগো জাগো আরবার।
দাও দুশমন দুর্গ-বিদায়ী দুধারী জুলফিকার॥
এস শেষে খোদা ফিরিয়া আরবে--
ডাকে মুসলিম 'ইয়া আলী' রবে--
হায়দারী হাঁকে তন্দ্রা-মগনে কর কর হুঁশিয়ার॥
আল-বোর্জের চূড়া গুঁড়া-করা গোর্জ আবার হানো,
বেহেশতী সাকী, মৃত এ-জাতি রে আবে কওসর দানো।
আজি বিশ্ব-বিজয়ী জাতি যে বেহোঁশ্,
দাও তারে নব কূয়ত ও জোশ্;
এস নিরাশার মরু ধূলি উড়ায়ে দুল্ দুল্ আস্ ওয়ার।।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর নবীর কাতিব

হযরত আলী (রা.) ছিলেন মরু আরবরে লেখা পড়া জানা কয়েক ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম। তিনি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাতিব তথা লেখক হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি তাঁর হাত দিয়ে লিখিত হয়েছিল। মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে এসে মহানবী (সা.)-এর প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। মহানবী (সা.) আল্লাহ তাআলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেয়ে পবিত্র কাবা শরীফ জিয়ারত করার সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যে ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে মহানবী (সা.) তাঁর চৌদ্দশত সাহাবীসহ শান্তিপূর্ণভাবে উমরাহ সম্পন্ন করার জন্য মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের শত্রুতা তখনো শেষ হয়ে যায়নি। তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। খুযায়া গোত্রের সর্দার বুদাইলের মাধ্যমে কুরাইশদের এ মনোভাবের কথা মহানবী (সা.) জানতে পারলেন। তখন তিনি বুদাইলের মাধ্যমে কুরাইশদের এই মর্মে ফিরতি সংবাদ দিলেন যে, মুসলমানরা কোনো যুদ্ধের জন্য মক্কায় আগমন করছে না, বরং শান্তিপূর্ণভাবে কাবা শরীফে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে তারা আগমন করছে। এই অবস্থায় যাত্রা পথে মহানবী (সা.) তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে হুদায়বিয়া নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করে তাঁর পাঠানো সংবাদের উত্তর জানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু মুসলমানদের এ শান্তিপূর্ণ আগমনকে বাধা দেবার জন্য কুরাইশরা ছিল সংকল্পবদ্ধ। তাদের এ মনোভাব বুঝতে পেরে মুসলমানরাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে হাত রেখে শপথ বদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। তখন কুরাইশরা বুঝতে পারলো যে, এ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একান্ত অনুগত ভক্তের সমন্বয়ে গঠিত এ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা সফলকাম হতে পারবে না। ইতোমধ্যেও সংঘটিত কয়েকটি যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি এখনো তাদের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভাসছে। তাই নানাদিক বিবেচনা করে তারা সুহাইল ইবনে আমর নামক এক ব্যক্তিকে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করার জন্য দূত করে পাঠালো। তার সাথে

www.nagorikpathagar.org

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বিরতিতে পৌঁছতে সম্মত হয় এবং একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে এটিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।

হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক এ সন্ধিটি লিখেছিলেন হযরত আলী (রা.)। ইতিহাসবিদদের বর্ণনামতে মহানবী (সা.) হযরত আলীকে চুক্তিপত্র লেখার নির্দেশ দেন এবং বলেন : "লেখ : 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। হযরত আলী তা লিখলেন। কিন্তু কুরাইশদের দূত সুহাইল বলল : "আমি এ বাক্যের সাথে পরিচিত নই। 'রাহমান' ও 'রাহীম'-কে আমি চিনি না; বরং তোমরা লেখ : 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার নামে।"

(ঐতিহাসিক হুদাইবিয়া প্রান্তর, যেখানে ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি সাক্ষ্যরিত হয়েছিল)

মহানবী (সা.) সুহাইলের কথা মেনে নিয়ে হযরত আলীকে অনুরূপ লিখতে বললেন এবং তাই লেখা হলো। এরপর মহানবী বললেন : "লেখ : এ সন্ধিচুক্তি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এবং কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইলের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে।" সুহাইল এ কথার প্রতিবাদ করে বলল:"আমরা তোমার রাসূল ও নবী হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করি না। যদি তা স্বীকারই করতাম, তবে তোমার সাথে যুদ্ধ করতাম না। এ

www.nagorikpathagar.org

বিশেষণ চুক্তিপত্র থেকে মুছে দিয়ে নিজের নাম ও পিতার নাম লেখ।" রাসূল এ বিষয়টিও মেনে নিলেন ও তাকে ছাড় দিলেন। সুহাইলের এ দাবি এবং মহানবী (সা.) কর্তৃক তা মেনে নেওয়া মুসলমানদের জন্য বড়ই কষ্টকর ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) একটি উচ্চতর লক্ষ্য সামনে রেখে সুহাইলের দাবি মেনে নিয়ে হযরত আলীকে 'আল্লাহর রাসূল' শব্দটি মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী অত্যন্ত সম্মান ও বিনয়ের সাথে বললেন : "হে আল্লাহর নবী! আপনার পবিত্র নামের পাশে নবুওয়তের স্বীকৃতিকে মুছে ফেলার মতো অসম্মানের কাজ করা থেকে আমাকে ক্ষমা করুন।" মহানবী (সা.) হযরত আলীকে বললেন : "ঐ শব্দের উপর আমার আঙ্গুল রাখ। আমি নিজেই তা মুছে দিই।" হযরত আলী নির্দেশ মতো তা-ই করলেন এবং রাসূল (সা.) স্বহস্তে তা মুছে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইলকে লক্ষ্য করে বলেলন- 'তোমরা স্বীকার করো আর না করো তাতে কী! আমি আল্লাহর সত্য রাসূল।' পরবর্তীতে দেখা গেলো এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য বিরাট বিজয় নিয়ে এসেছে। এর সূত্র ধরে মুসলমানরা মাত্র কয়েক বছর পর পবিত্র মক্কা শরীফও বিজয় করে নিলেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা! সুহাইল ইবনে আমরও ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য মেনে নিলেন।

ঐতিহাসিক এ ঘটনাটির কথা আল কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। আল কুরআনের বাণী- "হে নবী যারা তোমার হাতে বাইয়াত করছিলো প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করেছিলো। তাদের হাতের উপর ছিল আল্লাহর হাত। যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অশুভ পরিণাম তার নিজের উপরেই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পালন করবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন।" (সূরা ফাতাহ, আয়াতঃ ১০)

www.nagorikpathagar.org

জান্নাতের সুসংবাদ পেলেন

জান্নাত বা বেহেশত হলো মুমিনদের সর্বোচ্চ প্রত্যাশিত পরকালীন জীবনের শান্তিময় আবাস। ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন বলে আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন। আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- 'যারা বিশ্বাস করে (ঈমান এনেছে) এবং সৎকাজ [সংস্কার, পুনর্গঠন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, সংশোধন] করে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও সেই বাগানগুলোর, যাতে পানির ধারা প্রবাহিত হয়। যখনই তাদেরকে সেখানকার খাবার থেকে ফল খেতে দেওয়া হবে, তারা বলবে, "এরকম কিছু আমরা আগে পেয়েছিলাম!" কারণ তাদেরকে এমন কিছু দেওয়া হবে, যেটা তারা মনে করতে পারে। আর সেখানে তাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র সঙ্গী/সঙ্গিনী দেওয়া হবে, আর সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা চাঁদের মতো উজ্জ্বল আকৃতিতে প্রবেশ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় দলটি আকাশের সবচেয়ে দীপ্তিমান তারকার মতো উজ্জ্বল আকৃতিতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্তরগুলো হবে মানুষের ন্যায়। পরস্পর কোনো ধরনের শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না।' (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

"মহানবী (সা.) আরো এরশাদ করেছেন– জান্নাত হলো এমন একটি স্থান, যার ঐশর্য্যের পরম দৃশ্য কোনো চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি, তার অপূর্ব শান্তির নির্মল শব্দ কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি, তার রূপময় দৃশ্য কোনো হৃদয় অঙ্কন করতে পারিনি ।"

আল্লাহর তাআলা ওয়াদাকৃত এ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারা এক মহা সৌভাগ্যের বিষয় । মুমিন জীবনের পরম অরাধনা হচ্ছে এ জান্নাতের অধিকারী হওয়া । পূণ্য কাজ করার বদৌলতে দশজন মহান সাহাবীকে মহানবী (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন । হযরত আলী (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম সৌভাগ্যবান সাহাবী ।

গাহাবী হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন: "আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি, আলী জান্নাতি, তালহা জান্নাতি, যুবায়ের জান্নাতি, আব্দুর রহমান বিন আওফ জান্নাতি, সাদ জান্নাতি, সাঈদ জান্নাতি, আবু উবাইদা বিন আল-জার্রাহ জান্নাতি । (তিরমিজি) ।

(হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করছি । আরো প্রার্থনা করছি জান্নাতের অফুরান্ত নিয়ামতের । হে প্রভু! তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার ভয়াবহতা থেকে ।)

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম প্রচারের জন্য ইয়ামেন সফর

ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ আসমানী ধর্ম। কুরআন হচ্ছে- সর্বশেষ আসমানী কিতাব। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন- সর্বশেষ নবী ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে এ ধর্ম সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন: "এ কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট তা পৌঁছবে তাদেরকে এর দ্বারা সতর্ক করতে পারি।" (সূরা আনআম, আয়াত: ১৯)

ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া একটি উত্তম আমল। যেহেতু এ দাওয়াত দানের মাধ্যমে মানুষ সরল পথের দিশা পায়। এর মাধ্যমে মানুষকে তার দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তির পথ দেখানো হয়।"ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে। আর বলে অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।"(সূরা , আয়াত: ৩৩)

হযরত নবী করীম (সা.) বলেন: "আমার কাছ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও।" (সহীহ বুখারী)

ইসলামের দিকে আহ্বান করা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এটি নবী-রাসূলদের কাজ। হযরত রাসূলে কারীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মিশন এবং তাঁর অনুসারীদের মিশন হচ্ছে- আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া। এ জন্য তাঁর সাহাবীগণ দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন। এরকম একটি দাওয়াতী মিশনে দশম হিজরীতে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে ইয়ামেনে পাঠানো হয়। ছ'মাস পর তিনি ফিরে এলেন। রাসূলে করীম (সা.) এবার সেখানে হযরত আলীকে (রা.) পাঠানোর কথা ঘোষণা করলেন। হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'আপনি আমাকে এমন একটি জায়গায় পাঠাচ্ছেন, যেখানে নতুন নতুন ঘটনা ঘটবে অথচ বিচার করার ক্ষেত্রে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।' উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন- 'আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে সঠিক রায় এবং তোমার অন্তরকে শক্তিদান করবেন।' অতপরঃ তিনি আলীর (রা.) মুখে হাত রেখে দোয়া করে দিলেন। হযরত আলী বলেন- 'এরপর আমি কক্ষনো কোন বিচারে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি।' যাওয়ার আগে রাসূল (সা.) নিজ হাতে আলীর মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দিলেন। আলী ইয়ামেনে পৌঁছে দ্বীনের তাবলীগ শুরু করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে সকল ইয়ামেনবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হামাদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যায়।

(আরবের ধুসর মরু প্রান্তর)

আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়ার মধ্যে রয়েছে মহান মর্যাদা ও অফুরন্ত প্রতিদান। হযরত আলী (রা.) ইয়ামেনে সে কাজটি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : "যে ব্যক্তি কাউকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করবে, সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে এমন প্রতিদান, যে প্রতিদান এ হেদায়েতের অনুসরণকারীগণও পাবেন; কিন্তু অনুসারীদের প্রতিদান হতে বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে কোনো ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে এমন গুনাহ যে গুনাহ এ ভ্রষ্টতাতে লিপ্ত ব্যক্তিরা পাবে; কিন্তু অনুসারীদের গুনাহ থেকে বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না" (সহীহ মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

মহাপন্ডিত হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী (রা.) ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞান গরিমায় ভরপুর ছিল তাঁর অন্তর। রাসূল (সা.)-এর তত্ত্বাবাধানেই তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। তাই তিনি অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করেছিলেন। ফলে তিনি বড় প-িত হিসেবে সর্বত্রে আলো ছড়িয়ে ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সন্নিধ্যে থেকে তিনি আল কুরআনের হাফিজ হয়েছিলেন এবং সেই সাথে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। অনন্য জ্ঞান প্রজ্ঞার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ নৈকট্যে থেকে সূরা নাজিলের প্রেক্ষাপটসহ আয়াতসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ লাভ করেন তিনি। তাই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরও ছিলেন। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, 'আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী সেই নগরের প্রবেশদ্বার'। তিনি বহু হাদীস বর্ণণা করেছেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের যুগে যাঁরা ফতোয়া দিতেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। কুরআন, হাদীস, কাব্য, দর্শণ ও আইনশাস্ত্রে ছিল তার সার্বিক বিচরণ। নাহু শাস্ত্রের প্রবক্তাও এই আলী মুরতাযা। হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন কাতিবে ওহী তথা কুরআন মাজীদের লেখক। মহানবী (সা.) ওপর কুরআন নাযিল হলে যেসব সাহাবীগণ তা লিখে রাখতেন হযরত আলী (রা.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অপরদিকে কুরআনের মাজীদের তাফসীর ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। কুরআন মাজীদের সঠিক ব্যাখ্যা, গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি নিজেই বলেছেন : 'আল্লাহর শপথ, কুরআন মাজীদের এমন কোনো আয়াত নাযিল হয়নি, যা আমার জানা নেই যে, কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে এবং কোথায় নাযিল হয়েছে। নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ অন্তর ও জিজ্ঞাসু যবান দান করেছেন।' (আনসাবুল আশরাফ ও বালাজুরী)

একদিন হযরত আলী (রা.) মদীনার মসজিদে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। কিন্তু কোনো ভিক্ষা না পাওয়ায় সে ফরিয়াদ করল যে, রাসূলের মসজিদ থেকে সে খালি

www.nagorikpathagar.org

হাতে ফিরে যাচ্ছে। এ সময় হযরত আলী রুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি সেই অবস্থায় তাঁর ডান হাতের আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নেওয়ার জন্য ভিক্ষুকের প্রতি ইশারা করেন। ভিক্ষুক তাঁর হাত থেকে আংটি খুলে নেয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নিম্মের আয়াতটি নাযিল হয়।

'হে মুমিনগণ! তোমাদের অভিভাবক তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেই বিশ্বাসীরা যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করে তথা দান সদকা করে।' (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৫৫)

হযরত আলী (রা.) ছিলেন মানবিক সকল মহত গুণে ও কর্মে অত্যুজ্জ্বল এক মর্দে মুজাহিদ। তাঁর অসাধারণ বিচারবুদ্ধি প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার ধৈর্য, বীরত্ব ও ত্যাগ সাধনা অতুলনীয়।

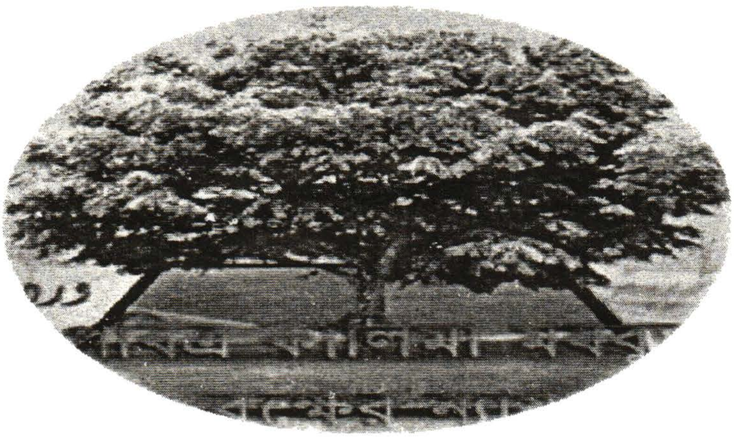

"(পবিত্র কালিমা একটি পবিত্র মযবুত বৃক্ষের ন্যায়, যার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত এবং শাখা প্রশাখাগুলো উর্ধ্ব আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত।)"

[সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ২৪]

হযরত আলী (রা.) দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। লোকেরা তাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতো আর তিনি সাবলীলভাবে উত্তর দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

যেতেন। একদা হযরত আলী (আ)-কে জব্দ করার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি সেইসব প্রাণীর নাম বলুন যেগুলো ডিম পাড়ে ও যেগুলো বাচ্চা প্রসব করে। আলী (রা.) বললেন, যেসব প্রাণীর কান মাথার ভেতরে থাকে সেসব ডিম পাড়ে আর যাদের কান মাথার বাইরে থাকে সেসব বাচ্চা প্রসব করে। প্রশ্নকারীরা ভেবেছিল, আলী (রা.) এই জটিল প্রশ্নে উত্তর দিতে দিতে অনেক সময় নেবেন এবং সময়ের অভাবে সব প্রাণীর নাম বলতে পারবেন না। ফলে তিনি এ বিষয়ে পুরোপুরি জানেন না বলে অপবাদ দেওয়া সম্ভব হবে! কিন্তু' হযরত আলী (রা.) সুন্দরভাবে উত্তর দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

হাদীসে রাসূলের উৎস হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী (রা.) রাসূলে কারীম (সা.)-এর সহচার্যে সুদীর্ঘ জীবনকাল অতিবাহিত করেছেন। খুব কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছেন। তাঁর পবিত্র স্পর্শে তিনি ধন্য হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কর্ম, সমর্থন ও অনুমোদন এই সবতো হচ্ছে হাদীস। চাক্ষুস সাক্ষ্য হিসেবে হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের অন্যতম উৎস। আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীসে সংগ্রহ ও সংরক্ষণেও তাঁর অবদান অপরিসীম। হাদীস বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ৫৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কিছু হাদীসও সংগ্রহ করেছিলেন। তবে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে, বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শপথ নিতেন। তাঁর থেকে বহু বিখ্যাত সাহাবী এবং তাবে'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের যুগে মুহাজিরদের তিনজন ও আনসারদের তিনজন ফাতওয়া দিতেন। রাসূলুল্লাহর (সা.) সাহাবীদের মধ্যে যারা ফাতওয়া দিতেন হযরত আলী (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম।

(হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। আল কুরআন, সূরা : আয়াত:)

তাঁর সমকালীন অন্যান্য বিখ্যাত সাহাবীরা হচ্ছেন- উমর, উসমান, ইবন মাসউদ, যায়িদ বিন সাবিত যায়িদ, উবাই বিন কা'ব, আবু মূসা আল-আশয়ারী, মুয়াজ বিন জাবাল প্রমুখ ।

www.nagorikpathagar.org

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী (রা.) স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যা আর কারো মধ্যে ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- 'হযরত আলীর চারটি গুণ ছিল যা অন্য কারো ছিল না। আরব ও অনারবের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলের (সা.)সাথে সালাত আদায় করেছেন। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক জীহাদেই তাঁর হাতে ঝা-া থাকতো। তৃতীয়ত, লোকেরা যখন রাসূলের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেত তখনও আলী তাঁর পাশেই থাকতো।চতুর্থত, হযরত আলীই রাসূল (সা.)-কে শেষ গোসল দিয়েছিলেন এবং তাঁকে কবরে শায়িত করেছিলেন।'

হযরত আলী (রা.) ছিলেন মহান দার্শনিক। তাঁর প্রতিটি কথা ও বাণী দর্শনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের চূড়ান্ত বক্তব্য।

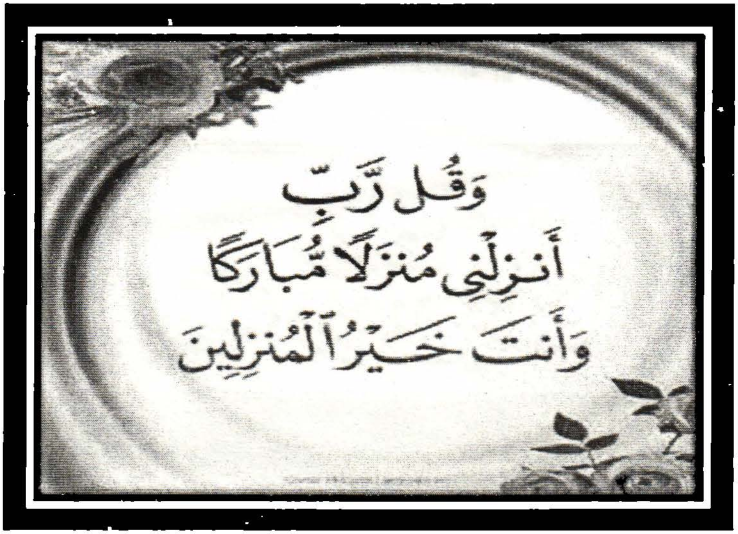

(হে প্রভু! আমাকে বরকতময় স্থানে অবতরণ করান,

তুমি উত্তম অবতরণকারী)

তিনি ছিলেন আল্লাহর ভয়ে ভীত একজন প্রকৃত মুমিন বান্দা। সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যেতেন। একবার দ্বিতীয় খলীফা

www.nagorikpathagar.org

হযরত উমর (রা.) তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত আলী (রা.)-কে মদীনার কোনো এক স্থানে এক খ- জমি দিয়েছিলেন। আলী (রা.) জমিনটি কিনে নিয়ে তাতে পানির জন্য লোকজনকে একটি কূপ খনন করতে নির্দেশ দিলেন। লোকজন কূপ খনন করতে গিয়ে দেখতে পেল যে, নিচ থেকে শীতল মিষ্টি পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তারা আলী (রা.) কে এ সুসংবাদ দিতে দ্রুত ছুটে গেল। তিনি বিনয়ের সাথে মাথা তুলে বললেন, এটি উত্তরাধিকারদের আনন্দ দেবে।

এরপর তিনি উচ্চ স্বরে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন- 'হে লোক সকল, আমি আল্লাহকে এবং তোমাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, এ কূপটি ও জমিনটি যুদ্ধ ও শান্তি সব সময়ের জন্যে গরিব-মিসকিন, মুসাফির, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ, কাছের-দুরের সকলের জন্যে সদকা করে দিলাম। সদকা করে দিলাম সেদিনের নাজাতের জন্যে- যেদিন কিছু চেহারা হবে হাস্যোজ্জ্বল আর কিছু চেহারা কালো মলিন হয়ে যাবে। যাতে করে আল্লাহ তাআলা আমার চেহারা থেকে জাহান্নামকে দুরে রাখেন আর জাহান্নাম থেকে আমাকে দূরে রাখেন।'

আল কুরআনের বাণী :

তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী বিপদের খবর এসে পৌঁছেছে কি ?

কিছু চেহারা সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত্র হবে।

কঠোর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হবে।

জ্বলন্ত আগুনে ঝলসে যেতে থাকবে।

আর কিছু চেহারা সেদিন আলোকোজ্জ্বল হবে।

নিজেদের কর্ম সাফল্যে আনন্দিত হবে।

উচ্চ মর্যাদার জান্নাতে অবস্থান করবে।

(সূরা গাসিয়া, আয়াত ১-৪ এবং ৮-১০)

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ. বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, 'আবু বকর (রা.)।' আমি বললাম, 'এরপর কে?' তিনি

www.nagorikpathagar.org

বললেন, 'উমর (রা.)।' এরপর এ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তিনি হয়তো উসমান (রা.)-এর নাম উচ্চারণ করবেন' এ আশঙ্কায় আমি বললাম, এরপর তো আপনি? তিনি বললেন, 'আমি তো একজন সাধারণ মুসলমান।' (সহীহ্ বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) যখন খাটিয়ার উপর শায়িত (মৃত্যু বরণ করলেন) ছিলেন এবং লোকেরা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করছিল তখন আমিও সেখানে ছিলাম। হঠাৎ কাঁধে এক ব্যক্তির স্পর্শ পেয়ে সচকিত হই। তাকিয়ে দেখি, হযরত আলী (রা.)। তিনি উমর (রা.)-এর জন্য রহমতের দোয়া করলেন এবং বললেন, "আপনার পর তো এমন কেউ কেনই, যার মতো আমলনামা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দের হয়। খোদার কসম! আমার এ ধারণাই ছিল যে, আল্লাহ আপনাকে রাখবেন আপনার দুই সঙ্গীর সাথে। কারণ আমি বহুবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'আমি এবং আবু বকর ও উমর গিয়েছি,' 'আমি এবং আবু বকর ও উমর প্রবেশ করেছি," 'আমি এবং আবু বকর ও উমর বের হয়েছি,' ... এ জাতীয় মন্তব্য। আমার ধারণা ছিল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ঐ দু'জনের সঙ্গেই রাখবেন।" (সহীহ্ বুখারী)

পরবর্তীকালে তাঁর সে ধারণা সত্য হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র রওজা মোবারকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পাশে হযরত উমর (রা.)ও চিরশয্যায় শায়িত আছেন।

www.nagorikpathagar.org

পূর্ববর্তী মহান খলীফাদের বিজ্ঞ পরামর্শক

হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমানের (রা.) খেলাফত মেনে নিয়ে তাঁদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁদের যুগের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে শরীক থাকেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন খলীফাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। হযরত আবু বকর ও উমরের যুগে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। হযরত উমর (রা) মৃত্যুর পূর্বে খলীফা মনোনয়নের জন্য ছয়জন সাহাবীর নাম বলে যান। হযরত আলী তাঁদের অন্যতম। তিনি এ সময় আলী সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, 'লোকেরা যদি আলীকে খলীফা বানায়, তবে সে তাদেরকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারবে'। খলীফা থাকাকালে হযরত উমর একবার বায়তুল মাকদাস সফর করেন। এই সময়ের জন্য তিনি আলীকে (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান।

ইতিহাসে হযরত উমর (রা.)-কে হিজরী সনের প্রবর্তক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হযরত উমর (রা.)-কে হযরত আলী (রা.) হিজরত হতে মুসলিম সন গণনার পরামর্শ দেন। এভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালনকালে হযরত উমর (রা.)-কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন হযরত আলী। হযরত উমর (রা.)-এর একটি বিশেষ বাণী, তিনি প্রায়শঃ বলতেন- 'আলী না হলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।' হযরত উমর (রা.) ইন্তেকালের পূর্বে ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের অসীয়াত করে যান। হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন তাঁদের একজন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আলীর (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ লোকেরা যদি আলীকে খলীফা বানায়, তবে সে তাদেরকে ঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

হযরত 'উসমান (রা.)ও সব সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও তিনি হযরত উসমানের পাশে ছিলেন এবং তাঁকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। হযরত উসমান (রা.) বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও হলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে আলীই (রা.) সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন। সেই ঘেরাও অবস্থায় হযরত উসমানের (রা.) বাড়ির নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইনকে (রা.) নিয়োগ করেন।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম জাহানের খলীফা হলেন হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী (রা.) হিজরী ৩৫ সনের (৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) শেষ ভাগে ইসলামী খেলাফতের চতুর্থ খলীফা হিসেবে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

ঐতিহাসিকদের মতে, এদিনটি ছিল ২৩শে জুন, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। তৃতীয় খরীফা হযরত উসমানের (রা.)-এর মৃত্যুর ছয় দিন পর, হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর চতুর্থ খলীফা হিসেবে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের নীতি অনুসারে তিনিও নিজ থেকে খলীফার দায়ভার গ্রহণ করেননি। মসজিদে নববীতে মুমিন-মুসলমানদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হন এবং জনগণের অল্প কয়েকজন বাদে সবাই তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এভাবে মসজিদে নব্বীতে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। এমন এক কঠিন সময়ে তিনি খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, যখন হযরত উসমান (রা.) শহীদ হওয়ার পর মদীনাতে একটি সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। হযরত আলী (আ.) খেলাফত পরিচালনার ব্যাপারে হযরত রাসুল (সা.)-এর নীতির অনুসরণ করেন। হযরত আলী (রা.) খেলাফতের প্রথম দিনে জনগণের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেনঃ

"হে জনগণ! জেনে রেখো নবুয়তের যুগে যে সমস্যায় তোমরা ভুগেছিলে আজ আবার সেই সমস্যাতেই জড়িয়ে পড়লে। তোমাদের মধ্যে একটা ব্যাপক পরির্বতন ঘটবে। যে সকল মহৎ ব্যক্তিরা এতদিন পিছিয়ে ছিলেন তাঁরা এখন সামনের সারিতে চলে আসবেন। একইভাবে যেসব অযোগ্য লোক এতদিন সামনের সারিতে অবস্থান নিয়েছিল আজ তারা পিছনে চলে যাবে। সত্য ও মিথ্যা বিদ্যমান এবং এতদুভয়ের প্রত্যেকেরই অনুসারীও রয়েছে। তবে সবারই উচিত সত্যকে অনুসরণ করা।"

www.nagorikpathagar.org

তিনি মিশরের গভর্নর মালিক আশতারের নামে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, যা বিশ্বমানবতার বিশেষ করে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা আছেন ও আসবেন সকলের জন্য কালোত্তীর্ণ এক শ্বাশত সংবিধান। মালেক আশতারের উদ্দেশে তিনি লেখেন : 'আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ প্রদান করছি, জীবনের সকল পর্যায়ে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তাঁর প্রদত্ত ব্যবস্থাকে সবার উপরে স্থান দেবে। তাঁর স্মরণ ও ইবাদতকে অগ্রাধিকার দান করবে, কুরআনের নির্দেশ ও মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করবে।'

'মালিক, আমি তোমাকে আদেশ করছি, তোমার মন-মগজ, হাত ও কণ্ঠ এবং তোমার সমগ্র সত্তা দিয়ে আল্লাহকে তাঁর উদ্দেশ্য ও সৃষ্টিকে সহায়তা করতে। মনে রেখ যে, ক্ষমতাসীন লোকদের কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী বংশধররা তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার করে থাকে। মনে রেখ, নিজের প্রতি সুবিচার করার এবং ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অসৎ বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা। তোমার মনে জনগণের প্রতি ভালোবাসা, দয়া ও সহায়তা লালন করতে হবে। হিংস্র পশুর মতো জনগণকে নির্যাতন ও নিষ্পেষণ করার নেশা যেন তোমাকে পেয়ে না বসে। তোমার প্রতি আল্লাহর যে রকম দয়া ও সহানুভূতির আশা কর, তুমিও তাদের প্রতি সেরূপ দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল হও। ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতে কখনো লজ্জা কিংবা বেদনা বোধ করো না, কাউকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে বলে কখনো পুলকিত বা গর্ববোধ করো না। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার একজন শাসকের চেয়ে আর কার বেশি থাকতে পারে? অতএব, তুমি অবশ্যই কারো গোপন ভুল-ক্রটিগুলো অনুসন্ধান করতে যাবে না। ওগুলো আল্লাহর জন্য রেখে দাও। যেসব ক্রটি ও ব্যর্থতা তোমার নজরে আসবে, সেগুলোর ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে, কী করে সেগুলো সংশোধন করতে হয় সে ব্যাপারে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া।

www.nagorikpathagar.org

কৃপণদের থেকে কখনো উপদেশ গ্রহণ করবে না, যারা তোমার মধ্যে দারিদ্র্যের ভীতি সৃষ্টি করবে। যারা মিথ্যা প্রশংসা করে আনুকূল্য চায় তাদের ত্যাগ করবে। একজন শাসক জনগণের মধ্যে আনুগত্য সৃষ্টি করতে পারে, শুধু যদি সে তাদের প্রতি দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়, ক্রমাগত তাদের বোঝা হালকা করে দেয়, তাদের ক্ষমতার বাইরে কর বসানো পরিহার করে, তাদের উপর যুলুম ও নিষ্পেষণ না চালায়, তাদের শক্তির বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে না দেয়।'

হযরত আলীর এ ঐতিহাসিক চিঠিতে সেনাবাহিনীর মর্যাদা, দায়িত্ব, বিচারক, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও সচিবালয়ের নীতিমালা কী হবে, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের অবস্থান কী, দরিদ্র পঙ্গদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কেমন হবে, সেনাপতি নিয়োগে যোগ্যতার মাপকাঠি কী, রাষ্ট্রের নেতা ও জনগণের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব কী হবে, বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি কেমন হবে, বিচারকবৃন্দের যোগ্যতা ও গুণাবলি কেমন হতে হবে, রাজস্ব বিভাগ কীভাবে চলবে, সচিব হওয়ার যোগ্যতা কারা রাখেন, সমাজের বঞ্চিত ও অভাবীদের অধিকার কীভাবে সংরক্ষিত হবে, নেতৃত্বে স্বজনপ্রীতি রোধ কী করে করা যাবে, অভিযোগ খ-নের পদ্ধতি কী হবে, নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনে কী কী বিষয় অনুসরণ করতে হবে- এককথায় একটি সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ, একটি উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বাধুনিক মডেল উপস্থাপিত হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের আলোকে ন্যায়পরায়ণতা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা তিনি পরিচালনা করেন। তিনি জনগণের মাঝে অতি দরিদ্রতম জীবন যাপন করতেন। তিনি কখনো নিজের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার বা আত্মীয় স্বজনকে অন্যায়ভাবে অন্যদের উপর অধিকার দিতেন না। অথবা ধনীকে দরিদ্রের উপর বা সক্ষমকে অক্ষমের উপর কখনো তিনি অধিকার দেননি। পর্বতসম সমস্যাপূর্ণ সময়কাল অতিবাহিত করা সত্ত্বেও জনগণের মাঝে তিনি ইসলামের সত্যিকারের ইনসাফপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালানা করে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

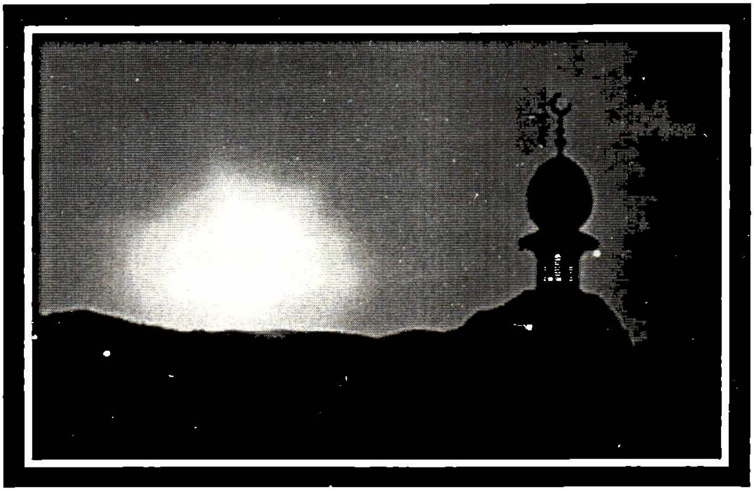

(মিনার; ইসলামী সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন, যেখান থেকে নামায এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান করা হয়)

www.nagorikpathagar.org

খেলাফতকাল ও যুদ্ধবিগ্রহ

হযরত আলী (রা.) মোট চার বছর নয় মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলে। নানা জটিলতার মধ্যেও তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। আলী (রা) সব সময় নিজেকে অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতোই মনে করতেন। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন কিন্তু কোনো অভাবী মানুষ তার দরোজা থেকে খালি হাতে ফেরত যেত না। এজন্য তাঁকে প্রায়ই সপরিবার অনাহারে থাকতে হতো। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। সর্বদা মোটা কাপড়ের পোশাক পরতেন, তাও আবার তালি দেওয়া। কখনো তিনি মাটিতেই শুয়ে কাটাতেন। একবার রাসূল (সা.) তাঁকে মাটিতে শোয়া অবস্থায় দেখে মজা করে বললেন, 'ইয়া আবা তূরাব' (হে মাটির মানুষ!)। এখান থেকেই তিনি 'আবূ তূরাব' নামে পরিচিত হন। সরলতা ও আত্মত্যাগের মূর্তপ্রতীক ছিলেন হযরত আলী (রা.)। মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও নিজ হাতে তাঁকেও তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রা.)-কে কাজ সংসার পরিচালনা করতে হতো। দাস-দাসী কোনো দিনই তাঁর ঘরে ছিলো না। ইতিহাসবিদ হিট্টি বলেছেন, 'আলী (রা.) ছিলেন যুদ্ধে সাহসী, পরামর্শদানে বিজ্ঞ, বক্তৃতায় স্বচ্ছ, সাবলীল, বন্ধুদের প্রতি অকপট এবং শত্রু দের প্রতি দয়াশীল। আলী মহত্ত্ব ও শৌর্য-বীর্যের নিদর্শনস্বরূপ ছিলেন।'

হযরত আলী (রা.) খলীফা নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রে শান্তি- শৃংখলা পুনঃস্থাপন করেন এবং জনগণের জানমালের নিরপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল ছিল যুদ্ধ বিগ্রহপূর্ণ এক বেদনাবিদুর সময়কাল। এ সময়ে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আলী (রা.)-এর যুগে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ 'জংগে জামাল' বা উষ্ট্রীর যুদ্ধ নামে পরিচিত। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যা কা-ের বিচার দাবির প্রেক্ষিতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা

www.nagorikpathagar.org

(রা.)সহ কতিপয় সাহাবী এবং কিছু সংখ্যক মানুষ খলীফার কাছে হযরত উসমান হত্যাকারীদের বিচার দাবী করেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এ বিচারকার্য সমাধা করা খলীফার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ফলে বিরোধী পক্ষ খলীফার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়। এরপ্রেক্ষিতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'জংগে জামাল' বা উষ্ট্রীর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাথে উত্তম আচরণ করেন এবং তাঁকে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেন। উম্মুল মুমেনীন প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে নিজ গন্তব্যে রওয়ানা হন। হযরত আলী (রা.) তাঁকে সসম্মানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

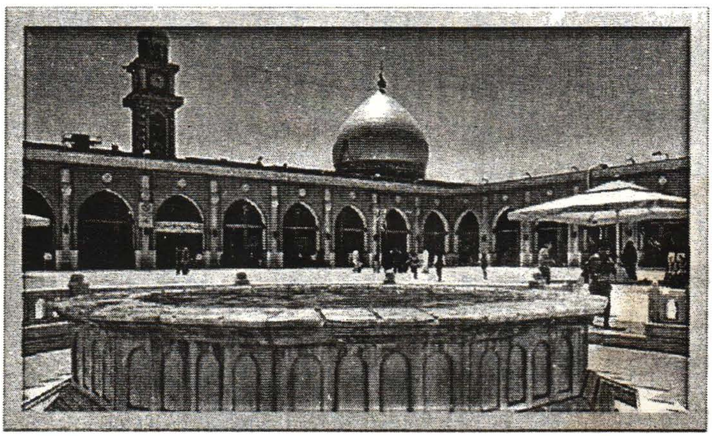

(হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিবিজড়িত শহর কূফায় স্থাপিত ইতিহাস বিখ্যাত কূফা মসজিদ)

এ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ ছিল ওসমান হত্যার বিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হত্যাকারীদের নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র। হযরত আয়েশা (রা.) পরে এ ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে অনাকাঙ্ক্ষিত এ যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে বলেন, হে আবু

www.nagorikpathagar.org

আব্দুর রহমান! আপনি আমাকে উষ্ট্রীর যুদ্ধে যেতে বাধা দেননি কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আপনার উপর এক ব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করেছিল, এজন্য কিছু বলিনি। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আপনি নিষেধ করলে আমি যেতাম না।'

উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের তখনই ভুল ভাঙ্গে, যখন এ যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত আদরের সাহাবী হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। কারণ রাসূল (সা.) আম্মারের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন- 'আম্মারের জন্য দুঃখ! তাকে বিদ্রোহী দলের লোকেরা হত্যা করবে। সে লোকদের জান্নাতের পথে আহ্বান করবে। আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। 'আম্মার (রা.) বলতেন, আমি আল্লাহর নিকট ফিৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি (সহীহ বুখারী)।

হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতের যুগে সংঘটিত দ্বিতীয় যুদ্ধটি হচ্ছে 'সিফফিনের যুদ্ধ'। সিফফিনের যুদ্ধ বা জঙ্গে সিফফিন হিজরী ৩৭ সালে হযরত আলী (রা.) এবং সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত হয়। দীর্ঘ দেড়টি বছর এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তীতে যুদ্ধ শেষ হলেও ইসলামী খেলাফতের মাঝে বিরাট মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া- সুন্নি- খারেজী প্রভৃতি দল-উপদলের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে মুসলিম উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

হযরত আলী (রা.)-এর সময় সংঘটিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে "নাহরাওয়ানের যুদ্ধ"। হিজরী ৩৯ সাল বা ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলী (রা.) বিদ্রোহী খারেজীদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। ইতিহহাসে এটি ' নাহরাওয়ানের যুদ্ধ' বলে খ্যাত। এ যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) তাঁর বাহিনী বিজয় লাভ করেন এবং খারেজীরা পরাজিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

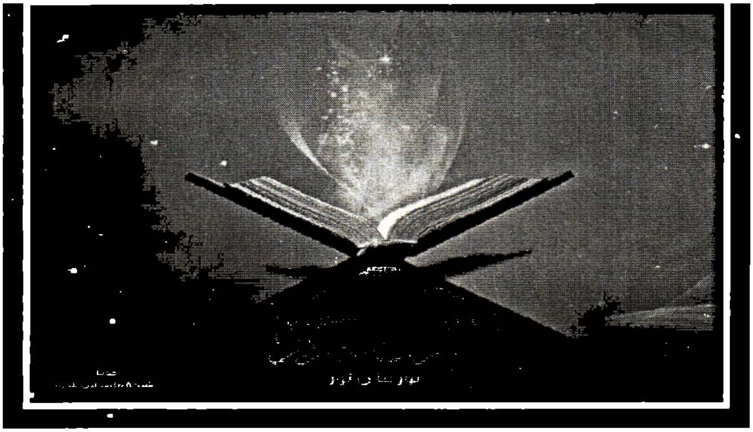

(আল কুরআনুল কারীম)

ইতিহাসের এসব দুঃখজনক ঘটনা হতে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় হচ্ছে পবিত্র কুরআনের প্রসিদ্ধ আয়াত :

‘হে ইমানদারগণ আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না। আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।’ (সূরা আলে ইমরান,আয়াত : ১০২, ১০৩)।

www.nagorikpathagar.org

ন্যায়বিচারক খলীফা

শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা 'ইসলাম' একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামী জিন্দেগির পরতে পরতে ইনসাফ বা ন্যায়নীতির বিধান অবধারিত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয়, তবুও তা তোমরা করো। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো, কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত আছেন। (সূরা-নিসা, আয়াত : ১৩৫)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে- "হে নবী আপনি বলে দিন, আল্লাহ যে কিতাব আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি। আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদের মধ্যে সুবিচার কায়েম করার জন্য। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক।" (সুরা আশশুআরা, আয়াতঃ ১৫)

ইসলামের ন্যায়বিচার ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক ছিলেন হযরত আলী (রা.)। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বপ্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে গ্রহণীয় বর্জনীয় বিষয় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন :

'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন হেদায়াতের মশাল হিসেবে, তাতে কল্যাণ ও অকল্যাণের বর্ণনা দিয়েছেন। তাই আপনারা কল্যাণকে আঁকড়ে ধরুন, আর অনিষ্ট ও অকল্যাণকে পরিহার করুন। দায়িত্ব পালন করুন, তাতে আল্লাহ আপনাদেরকে জান্নাত দেবেন।'

www.nagorikpathagar.org

হযরত উমর (রা.) আলী (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী হচ্ছেন- আলী।'

এমন কি রাসূল (সা.)ও বলেছিলেন, 'আকদাহুম আলী- তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক আলী।'

প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ রাসুল ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে আইনের উর্ধ্বে রাখেননি। একদা তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, আমার কাছে কারো কোনো প্রাপ্য থাকলে সে যেন আমার নিকট থেকে তা চেয়ে নেয় এবং কারো উপর কোনো অবিচার করে থাকলে সে যেন আমার কাছ থেকে তার প্রতিশোধ নেয়। হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন এ মহান আদর্শের উত্তম অনুসারী। তাঁর বিচারবুদ্ধি প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার ধৈর্য, বীরত্ব ও ত্যাগ সাধনা অসাধারণ।

(নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের পছন্দ করেন। [সূরা ২আয়াত ২])

www.nagorikpathagar.org

একবার হযরত আলী (রা) তাঁর অতিপ্রিয় বমর্টি(যুদ্ধাস্ত্র) হারিয়ে ফেললেন। কিছুদিন পর জনৈক ইহুদির হাতে সেটি দেখেই চিনে ফেললেন। লোকটি কুফার বাজারে "সেটি বিক্রয় করতে এনেছিল। হযরত আলী তাকে বললেন ঃ "এতো আমার বর্ম। তুমি কোথায় পেলে? আমার উটের পিঠ থেকে এটি অমুক রাত্রে অমুক জায়গায় পড়ে গিয়েছিল।"

ইহুদি বললোঃ "আমীরুল মুমিনীন! ওটা আমার বর্ম, তাই আমার দখলেই রয়েছে।"

হযরত আলী (রা.) পুনরায় বললেন ঃ "এটি আমারই বর্ম। আমি এটাকে কাউকে দানও করিনি, কারো কাছে বিক্রয়ও করি নি। এটি তোমার হাতে কীভাবে গেল?"

ইহুদি বললো ঃ "চলুন, কাযীর দরবারে যাওয়া যাক।"

হযরত আলী (রা) বললেন ঃ "বেশ, তাই হোক। চলো।"

তারা উভয়ে গেলেন বিচারপতি শুরাইহের দরবারে। বিচারপতি শুরাইহ উভয়ের বক্তব্য জানতে চাইলে উভয়ে বর্মটি নিজের বলে যথারীতি দাবি জানালেন। বিচারপতি খলীফাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আমিরুল মু'মিনীন! আপনাকে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। হযরত আলী বললেন ঃ "আমার ভৃত্য কিম্বার এবং ছেলে হাসান সাক্ষী আছে।"

শুরাইহ বললেন ঃ "আপনার ভৃত্যের সাক্ষ্য নিতে পারি। কিন্তু ছেলের সাক্ষ্য নিতে পারবো না। কেননা বাপের জন্য ছেলের সাক্ষ্য ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়।"

হযরত আলী বললেন ঃ "বলেন কি আপনি? একজন বেহেশতবাসীর সাক্ষ্য চলবে না? আপনি কি শোনেননি, রাসূল (সা.) বলেছেন, হাসান ও হোসেন বেহেশতের যুবকদের নেতা?"

শুরাইহ বললেন ঃ "শুনেছি আমিরুল মু'মিনীন! তবু আমি বাপের জন্য ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণ করবো না।"

www.nagorikpathagar.org

অনন্যোপায় হয়ে হযরত আলী ইহুদিকে বললেন ঃ "ঠিক আছে। বর্মটা তুমিই নিয়ে নাও। আমার কাছে এ দু'জন ছাড়া আর কোনো সাক্ষী নেই।" কাজী এবং খলীফার এ আচরণে ইহুদি বিস্মিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ সে বললো ঃ "হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ওটা আপনারই বর্ম। আশ্চর্য! মুসলমানদের খলীফা আমাকে কাজীর দরবারে হাজির করল, আর সেই কাযী খলীফার বিরুদ্ধে রায় দিলো! এমন সত্য ও ন্যায়ের ব্যবস্থা যে ধর্মে রয়েছে, আমি সেই ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করলাম ... আশহাদু আন লাইলাহা - ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই বলে ইহুদি মুসলমান হয়ে গেল।

অতঃপর বিচারপতি শুরাইহকে সে জানালো যে, "খলীফা সিফফীনের যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমি তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাঁর উটের পিঠ থেকে এই বর্মটি পড়ে গেলে আমি তা তুলে নিই।"

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ "বেশ! তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছ, তখন আমি ওটা তোমাকে উপহার দিলাম।" এলোকটি পরবর্তীকালে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলীর নেতৃত্বে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হন।

www.nagorikpathagar.org

মহানুভবতার মূর্তপ্রতীক

হযরত আলী (রা.) সকল মানবিক গুণে গুণান্বিত এক মহান খলীফা। পরোপকারী এ মনীষী জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও কর্মে ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মহানবী (সা.) হাদীসে এরশাদ করেছেন—

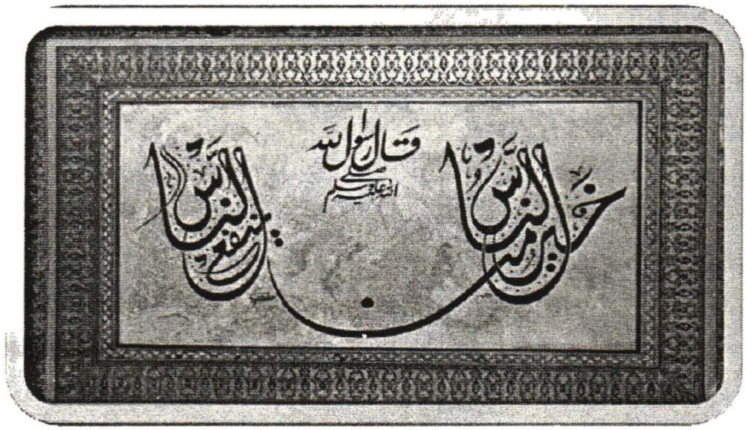

'সেই উত্তম ব্যক্তি, যে মানুষের উপকার করে।'

হযরত আলী (রা.) ছিলেন এ হাদীসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সারা জীবন তিনি মানুষের উপকার করে গেছেন। একদা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এক দরিদ্র ব্যক্তি এসে কিছু সাহায্য চাইলেন। এসময় তাঁর কাছে দেওয়ার মতো কোনো অর্থ সম্পদ ছিল না। তবে ঘরে স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রা.)-এর কাছে খাবার কেনার জন্য ছয়টি দিরহাম জমা রেখেছিলেন। দরিদ্র লোকটির আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত আলী পুত্র হাসানকে বললেন, তার মা থেকে উক্ত ছয় দিরহাম এনে যেন লোকটিকে দিয়ে দেয়। পুত্র হাসান মাকে গিয়ে উক্ত ছয় দিরহাম দিয়ে দিতে বললেন। তখন মা ফাতেমা এ দিরহাম কয়টি খাবার কেনার জন্য রাখা হয়েছে সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন। হাসান এসে বাবা আলীকে তাঁর মায়ের দেওয়া উত্তরটি জানালেন। তখন হযরত আলী

www.nagorikpathagar.org

(রা.) বললেন- 'ঐ বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না, যে তার নিজের হাতে যা আছে, তা থেকে আল্লাহর কাছে যা আছে তা পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী না হয়।' এরপর হযরত হাসান মায়ের কাছ থেকে উক্ত দিরহামগুলো এনে দরিদ্রলোকটিকে দিয়ে দিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর জীবনে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যেখানে তিনি নিজের প্রয়োজন থেকে অন্যের প্রয়োজনকে প্রধান্য দিতেন। এজন্য তাঁকে অনেক সময় সপরিবারে অভুক্ত থাকতে হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর মহান সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং নিজেরা পরস্পর দয়াপরবশ। তোমরা যখনই দেখবে তখন তাদেরকে চেহারায় সিজদার চিহ্ন বর্তমান যা দিয়ে তাদেরকে আলাদা চিনে নেওয়া যায়। তাদের এ পরিচয় তাওরাতে দেওয়া হয়েছে। আর ইনিজলে তাদের উপমা পেশ করা হয়েছে এই বলে যে, একটি শস্যক্ষেত যা প্রথমে অঙ্কুরোদগম ঘটালো। পরে তাকে শক্তি যোগালো তারপর তা শক্ত ও মজবুত হয়ে স্বীয় কা- ভর করে দাঁড়ালো। যা কৃষককে খুশি করে, কিন্তু কাফির তার পরিপুষ্টি দেখে মনোকষ্ট পায়। এ শ্রেণির লোক যারা ঈমান আনয়ন করছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সূরা ফাতাহ,আয়াত : ২৯)

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যতটুকু কঠোরতা আছে তা কাফিরদের জন্য, ঈমানদারদের কাছে তারা বিনম্র, দয়া, পরবশ, স্নেহশীল, সমব্যাথী ও দুঃখের সাথী। নীতি ও উদ্দেশ্যের ঐক্য তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য ভালবাসা, মাধুর্যও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

কপালে সিজদার দাগ দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে; আল্লাহ ভীরুতা, হৃদয়ের বিশালতা, মর্যাদা এবং মহৎ নৈতিক চরিত্রের প্রভাব, যা আল্লাহর সামনে মাথা নত করার কারণে যে উজ্জ্বল্যতা মুমিনদের

www.nagorikpathagar.org

ললাটে ফুটে ওঠে। মানুষের চেহারা একখানা খোলা গ্রন্থের মত যার পাতায় পাতায় মানুষের মনোজগতের অবস্থা সহজেই অবলোকন করা যেতে পারে। একজন অহঙ্কারী মানুষের চেহারা একজন বিনম্র ও কোমল স্বভাব মানুষের চেহারা ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন দুশ্চরিত্র মানুষের চেহারা একজন সচ্চরিত্র ও সৎমনা মানুষের চেহারা থেকে আলাদা থাকে, যা সহজে চেনা যায়। আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সংঙ্গী-সাথীরা এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁদেরকে যে কোনো কেউ একবার দেখা মাত্রই অনুধাবন করতে পারবে যে, তাঁদের চেহারায় আল্লাহ ভীরুতার দীপ্তি সমুজ্জল। হযরত আলী (রা.) ছিলেন এ আয়াতে বর্ণিত এমন মহান মর্যাদাবানদের একজন। এ মহান ব্যক্তিত্ব একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা.)-এর সময়েও ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছি। খলীফা হওয়ার পরেও ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা)

খলীফাতুল মুসলিমিন হযরত আলী (রা.) ছিলেন খুবই সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্থ। তিনি নিজেই নিজের হাতেই ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ করতেন।

সর্বদা মোটা পোশাক পরতেন। তাও ছেঁড়া, তালি লাগানো। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে এসে দেখতো, তিনি উটের রাখালি করছেন, ভূমি কুপিয়ে ক্ষেত তৈরি করছেন।

তিনি এতই অনাড়ম্বার ছিলেন যে, সময় সময় শুধু মাটির উপর শুয়ে যেতেন। একবার তাঁকে রাসূল (সা.) এ অবস্থায় দেখে সম্বোধন করেছিলেন, 'ইয়া আবা তুরাব'- ওহে মাটির মানুষ। এ কারণে তিনি ে, 'আবু তুরাব' উপধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। খলীফা হওয়ার পরও তাঁর এ সরল জীবন অব্যাহত থাকে।

জীরার ইবনে হামজা তাঁর গুণাবলি তুলে ধরতে গিয়ে বলেছিলেন, "আলীর ব্যক্তিত্ব ছিল সীমাহীন, তিনি ক্ষমতায় ছিলেন তাঁর বক্তব্য

www.nagorikpathagar.org

ছিল সিদ্ধান্তমূলক, তাঁর বিচার ছিল ন্যায় ভিত্তিক, সব বিষয় তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, তাঁর প্রতিটি আচরণে প্রজ্ঞা প্রকাশিত হত। তিনি মোটা বা সাদামাটা খাদ্য পছন্দ করতেন এবং অল্প দামের পোশাক পছন্দ করতেন। আল্লাহর কসম, তিনি আমাদের একজন হিসেবে আমাদের মাঝে ছিলেন, আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, আমাদের সকল অনুরোধ রক্ষা করতেন। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সম্বোধন করে কিছু বলতেও প্রথমে কথা বলতে আমরা ভয়পেতাম না। তাঁর হাসিতে মুক্তা ছড়িয়ে পড়তো। তিনি ধার্মিকদের খুব সম্মান করতেন। অভাবীদের প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। এতিম, নিকট আত্মীয়,অন্নহীদের খাওয়াতেন।”

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর অনুগত বান্দাহ

মহান খলীফা হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম দিকের সাহাবীদের অন্যতম। যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- "আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এর তারা আল্লাহ'র প্রতি সন্তুষ্টি। তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন শান্তিময় উদ্যান, যার নিচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই হলো বড় সফলতা। (সুরা তাওবা : ১০০)

আল কুরআনে প্রশংসিত এসব সৌভাগ্যবান সাহাবীদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) ছিলেন অন্যতম। শুধু তাই নয় স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবুও তিনি আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে তিনি সদা সর্বদা ভীত থাকতেন এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থর্ণা করতেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন, "আমি আলী ইবনে আবি তালিবকে গভীর রাতে বহুবার এ অবস্থায় মসজিদে দেখেছি যে তিনি নিজ দাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে আর্তনাদ করতেন, যেন সাপে কামড় খাওয়া মানুষ এবং শোকাহত লোকেরা রোদন করছে। তিনি প্রায়শঃ বলতেন, হে দুনিয়া, ওহে দুনিয়া, আমার কাছ থেকে দূর হও! আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করো না!"

হযরত আলী (রা.)তখন মুসলিম জাহানের খলীফা। একদিন তাঁর এক নিকট আত্মীয় তাঁর কাছে এসে নিজের অনেক অভাব অভিযোগের কথা জানালেন এবং কিছু সাহায্য দেওয়ার অনুরোধ করলেন। হযরত আলী বললেন, জনগণের সম্পদের কোষাগার বাইতুল মাল থেকে আমি তোমাকে এক কপর্দকও দিতে পারবো না। মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি বেতন পেলে তা থেকে তোমাকে কিছু দেওয়া হবে। ঐ ব্যক্তি বললেন, আপনি নিজের বেতন অগ্রিম নিয়ে নিন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আলী বললেন, আমার বেতন অন্য সকলের বেতনের সাথে আসবে। অগ্রিম নেওয়ার কোনো অধিকার আমার নেই। তখন ঐ ব্যক্তি আবার বললেন, একটা কিছু করুন। আমার সংসার চলছে না। যেভাবেই হোক আমাকে কিছু সাহায্য দিন। হযরত আলী বললেন, বাজারের কোনো দোকান থেকে তালা ভেঙ্গে কিছু নিয়ে নাও। উনি বললেন, ওটাতো চুরি বা ডাকাতি বলে গণ্য হবে। হযরত আলী (রা) বললেন, 'এই মুহূর্তে আমি যদি বাইতুল মাল থেকে তোমাকে কিছু দেই তবে তাও চুরি বা ডাকাতি বলে গণ্য হবে। কেননা ওটা জনগণের সম্পদ এবং জনগণ আমাকে ওখান থেকে নেওয়ার অনুমতি দেয়নি।'

পরে একদিন এই ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আলীর কাছে অন্যায়ভাবে সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি খোদাভীতিকে অধিকার দিয়েছেন।'

একদা হযরত আলী (রা.)-এর আযাদকৃতএকজন দাস তাঁর ভালোর জন্য বললো, আমিরুল মুমিনীন, আপনি এমন একজন লোক, যার কোনো কিছুই নেই। কিন্তু একজাগায় কিছু সম্পদ আছে যাতে আপনার অধিকার আছে এবং এটা আপনার উপকারে আসবে। হযরত আলী (রা.) অবাক হয়ে বললেন, সেটা কী এবং কোথায়? উত্তরে আযাদকৃত দাসটি বলল আমার সাথে চলুন। এরপর আমিরুল মুমিনীনকে সাথে নিয়ে সে চলতে লাগল। যেতে যেতে অনেকদূর যাওয়ার পর তারা একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করলেন। তাতে চাদর দ্বারা বিশাল বিশাল কয়েকটি পাত্র রাখা ছিল। লোকটি পাত্রগুলো খুলে হযরত আলী (রা.) কে দেখালেন। তিনি দেখলেন সেগুলো স্বর্ণ-রুপায় ভর্তি। তখন হযরত আলী (রা.) কিছুটা রাগত স্বরে বলেলন, তুমিতো আমার ঘরে বিশাল জাহান্নাম ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছ। তারপর তিনি স্বর্ণ-রুপাগুলো ওজন করে মানুষের মাঝে বন্টন করে দিলেন। আর বললেন, হে দুনিয়া, আমাকে ধোঁকা দিওনা।

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআনের বাণী :

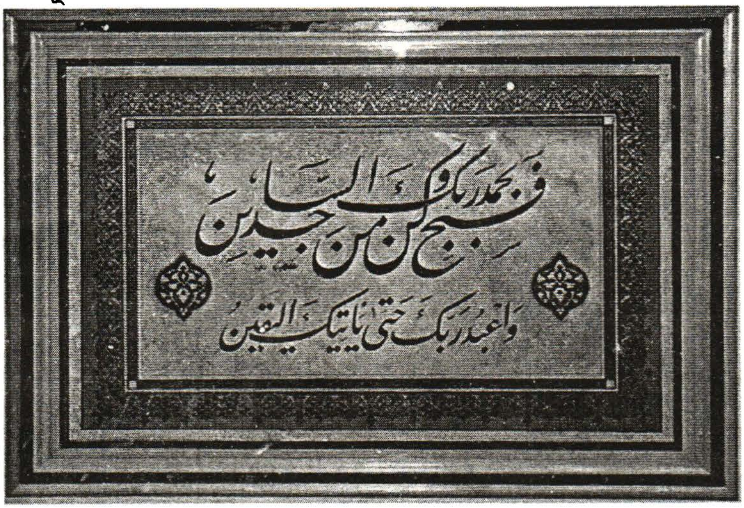

অতএব, আপনি পালনকর্তার তাসবীহ্ পাঠকরুন, প্রসংশা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত বিশ্বাস না আসে। (সূরা হিজর : ৯৮-৯৯)

মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) ছিলেন এ আয়াতের বাস্তব চিত্র। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি ও হুকুম আহকাম পালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ আল্লাহর বান্দাহ ও তার গোলাম। নামযে কুরআন   তেলওয়াতকালে তিনি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে তিনি তেলাওয়াত করতে থাকতেন। কোনো এক যুদ্ধে তার দেহে একটি তীর বিদ্ধ হয়েছিল। এতো বেশি তিনি ব্যাথা পেয়েছিলেন যে, কোনোভাবে তা বের করে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু তিনি যখন নামাযে দাড়াঁলেন এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে গভীর মনযোগ দিয়ে তিলাওয়াত করছিলেন তখনই তাঁর সঙ্গী-সাথীরা দেহে বিদ্ধ তীরটি বিনা বাঁধায় বের করে আনেন। তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। কেননা তখন তিনি মহান রবের সান্নিধ্যে

www.nagorikpathagar.org

ধ্যানমগ্ন ছিলেন, দেহের প্রতি কোনো মনোযোগ ছিল না। এই হচ্ছে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)। তিনি দুনিয়ার চাকচিক্যকে ঘৃণা করতেন এবং খোদাভীতিকে তিনি অধিকার দিতেন।

দুরার ইবন দামরা আলী কিনানী একদিন হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার (রা.) কাছে এলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে আলীর (রা) কিছু গুণাবলি বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়ার (রা.) চাপাচাপিতে দীর্ঘ এক বর্ণনা দান করেন। তাতে আলীর (রা.) গুণাবলি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। ঐতিহাসিকরা বলছেন এ বর্ণনা শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সহ তাঁর সাথে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মন্তব্য করেনঃ 'আল্লাহর কসম, আবুল হাসান (হাসানের পিতা, অর্থাৎ হযরত আলী [রা.]) এমনই ছিলেন।'

www.nagorikpathagar.org

জনকল্যাণের মহৎ আদর্শ

হযরত আলী (রা.) মোট চার বছর নয় মাস খেলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। নানা জটিলতার মধ্যেও তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। তিনি তাঁর শাসন আমলে খেলাফত প্রশাসনের স্তুপীকৃত অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণরূপে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যদিও সমর্থ হননি, তবুও এ ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। তিনি নিজের অনুসৃত ন্যায়পরায়ণতা ভিত্তিক জীবনাদর্শের মাধ্যমে জনগণকে এবং বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ও আকর্ষণীয় জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত করেন। তিনি কখনো নিজের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার বা আত্মীয় স্বজনকে অন্যায়ভাবে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দেননি। অথবা ধনীকে দরিদ্রের উপর বা সক্ষমকে অক্ষমের উপর কখনো তিনি অগ্রাধিকার দেননি।

একবার হযরত আলী (রা.) নিজ ঘরের দরজায় বসে ছিলেন। এমন সময় একটি ভিখারী এলো।

হযরত আলী তার সন্তানকে বললেনঃ "যাও ভেতর থেকে তোমার মা ফাতিমার কাছ থেকে একটি দিরহাম নিয়ে এসো।"

ভিতরে যাবার পর হযরত ফাতিমা (রা.) খবর পাঠালেন যে, "ঘরে মাত্র চারটি দিরহাম আছে। তাদের ইফতার ও শিশুদের খাবারের জন্য।"

এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) বললেন, "তোমার মায়ের দেখি দিরহাম প্রতি ভালবাসা রয়েছে। যাও গিয়ে সবগুলো দিরহাম নিয়ে এসো।"

হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, "আমি তো দিতে নিষেধ করিনি। শুধু স্মরণ করিয়ে দিলাম।" এ বলে তিনি সবগুলো দিরহাম বের কওে দিলেন আর হযরত আলী (রা.) সবগুলো দিরহাম সদকা করে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

একটু পরেই এক ব্যাক্তি একটি উট নিয়ে এল। হযরত আলী (রা.) কে ঐ ব্যাক্তি বললো ঃ "আমি আমার উটটি বিক্রি করবো। তুমি কি কিনবে?"

হযরত আলী (রা.) জবাব দিলেন ঃ "কিনতে পারি তবে বাকিতে। আমি এটা বিক্রি করে তোমাকে মূল্য পরিশোধ করবো।"

লোকটি রাজি হয়ে গেল ও দরদাম করে ১৬০ (একশত ষাট) দিরহাম মূল্যে উটটি হযরত আলী (রা.)কে দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আরেক ব্যাক্তি এলো এবং উটটি দেখে হযরত আলী (রা.) কে বললো ঃ "উটটি কি বিক্রি করবে? আমি কিনতে আগ্রহী।"

হযরত আলী (রা.) বললেন ঃ "বিক্রি করবো ২০০ (দুইশত) দিরহাম এর বিনিময়ে।" লোকটি রাজি হয়ে গেল এবং নগদ ২০০ (দুইশত) দিরহাম দিয়ে উটটি কিনে নিয়ে চলে গেল। হযরত আলী (রা.) ১৬০ (একশত ষাট) দিরহাম উটের মালিককে দিয়ে দিলেন এবং ৪০ (চল্লিশ) দিরহাম তার সন্তানের হাতে হযরত ফাতিমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

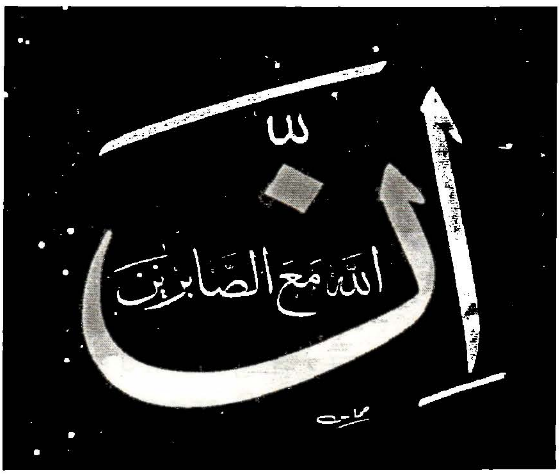

www.nagorikpathagar.org

কবি ও সুবক্তা

হযরত আলী (রা.) ছিলেন নানা গুণে গুণান্বিত একজন মহান বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা ও ভালো কবি। তাঁর নামে একটি দিওয়ান বা কবিতা সংকলন আছে যা 'দিওয়ানে আলী' নামে পরিচিত। তাতে অনেকগুলো কবিতায় মোট ১৪০০ শ্লোক আছে। অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা ও নীতিকথা এখানে স্থান পেয়েছে। তবে গবেষকদের ধারণা মতে এখানে অনেকগুলো কবিতা তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর রচিত নয়। অনুরূপভাবে তার নামে 'নাহজুল বালাগা' নামে একটি সংকলন প্রচলিত আছে, যাতে অনেক কবিতা, চিঠি ও বক্তৃতা স্থান পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা তাও নির্ভেজাল নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি যে তৎকালীন আরাবী কাব্য জগতের একজন বিশিষ্ট দিকপাল ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিম্নে হযরত আলী (রা.)-এর কয়েকটি কবিতার বঙ্গানুবাদ তুলে ধরা হলো :

১. ফাতিমা কে

রেখে দাও আজ ফাতিমা আমার

উজ্জ্বল তরবারী ।

প্রাণের কসম ভয় কি জানি না

কাপুরুষ নই আমি ।

তবে জানি হীম বাতাসের গায়ে

বিদ্যুৎ এঁকে দিতে।

যদি খুশি হন আহমদ আর

প্রভু অন্তর্যামী

www.nagorikpathagar.org

২. মুক্তপথ

যখন অনেক ভারি হয়ে যাবে বুক
যখন হৃদয় আড়ষ্ট হয়ে যাবে
নিজ ভুখে- দস্যু দলের মতো
দুর্ভাগ্যকে দাঁড়ানো দেখতে পাবে
মনে হবে বুঝি আর কোনো পথ নেই
বিদ্যাবুদ্ধি সব পেয়ে যাবে লোপ
পরিজন বলে কেউ পাশে থাকবে না
হতাশার মেঘ জমা হবে ছোপ ছোপ
জানবে তখনই আগত প্রাণের মতো
অনুভুত হবে আল্লাহু রহমত
দেখবে নেমেছে ফেরেশতাদের ঘোড়া
হৃদয়ে সাহস, সামনে মুক্তপথ।

(ইবনে কাসীর, আল বিদায়াওয়ান নিহায়া)

৩. মসজিদে নববী নির্মানকালে মহানবী (সা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণ কাঁধে কাধ মিলিয়ে মসজিদ নির্মানের কাজ করছেন। হযরত আলী (রা.)ও সাথে ইট সুরকী পাথর বহন করছেন আর সাবলীলভাবে আবৃত্তি করে যাচ্ছেন-

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কিংবা বসে বসে
মসজিদ নির্মাণে শ্রম দেয়
আর যে বিরত থাকে ধুলি ও খাঁটুনির ভয়ে
তারা উভয়ে কখনো হতে পারে কী সম?
(সীরাতে ইবনে হিশাম)

www.nagorikpathagar.org

৪. ওহুদ যুদ্ধের ময়দানে কঠিন পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রা.) আবৃত্তি করেন-

হায় আল্লাহ! হারেস বিন সামাহ্,
যিনি একজন প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী
ও দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি, যিনি
নিছিদ্র অন্ধকার রজনীর মতো
সে ভীষণ রণক্ষেত্রে অসংখ্য তরবারী
ও বর্শার মাঝে খুঁজে ফিরছিল
কোথায় আছেন আল্লাহর রাসূল

(সীরাতে ইবনে হিশাম)

www.nagorikpathagar.org

শাহাদতের অমিয় সুধা পান

মহান খলীফা হযরত আলী (রা.) সর্বত্র প্রকৃত ইসলাম ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁর এ পদক্ষেপে সুবিধাবাদী, মুনাফিক এবং স্বল্প-জ্ঞানী ধর্মান্ধ ও বিভ্রান্ত শ্রেণির মানুষগুলো তাঁকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ন্যায়বিচারের পথ ত্যাগ করেননি। ফলে শাহাদতের উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন হযরত আলী (রা.)। পথভ্রষ্ট খারেজী সম্প্রদায় মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় শত্রু। তারা নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হযরত আলী, মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আসকে চিহ্নিত করে তাঁদের একই দিন ও অভিন্ন সময়ে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খারেজী সম্প্রদায়ের আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম, আল বারাক ইবন আবদুল্লাহ ও আমর ইবন বকর আত তামীমী নামক তিন ব্যক্তি গোপনে এক বৈঠক করে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত আলীকে (রা.) ইবনুল মুলজিম,হযরত মুয়াবিয়াকে (রা.) আল বারাক এবং আমর ইবনুল আসকে (রা.) আমর হত্যা করার দায়িত্ব নিলো। তারা প্রতিজ্ঞা করলো, 'মারবে না হয় মরবে'। কাজটির জন্য তারা সময় বেছে নিল ৪০ হিজরী সনের ১৭ই রমজান ফজরের ওয়াক্তকে। এরপর যে যার গন্তব্যে চলে যায়। আততায়ীরা নির্দিষ্ট সময়ে বয়োবৃদ্ধ তিন সাহাবীর উপর একযোগে হামলা চালায়। এ হামলায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আহত হন কিন্তু তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। আর আমর ইবনুল আস ঐ দিনই অসুস্থ ছিলেন, তাই তাঁর মসজিদে যাওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে ইমামতির জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন পুলিশ প্রধান খারেজা ইবনে হুজাফা। তাঁকেই আমর ইবনুল আস মনে করে আততায়ীরা নিমর্মভাবে হত্যা করে।

অপরদিকে প্রতিদিনকার অভ্যাস মত হযরত আলী (রা.) নামায পড়ার জন্য লোকজনকে ডাকতে ডাকতে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, এ সময়ে ওঁৎ পেতে থাকা পাপিষ্ট ইবনে মুলজিম তাঁর

www.nagorikpathagar.org

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁর শির মোবারককে বিষাক্ত তরবারির আঘাত হানে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। দু'দিন পর এ অমিত সাহসী বীর সেনানী এবং মুসলিম জাহানের শাহাদত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তাঁর শাহাদতের এদিনটি ছিল ৪০ হিজরীর ২০ রমযান। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) তাঁর জানাজায় ইমামতি করেন। কুফা শহরের পাশ দিয়ে ফোরাত নদী বহমান। এই ফোরাত তীরে কুফা জামে মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। পরবর্তী সময়ে এখানে 'নাজাফ' শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে নাজাফ মুসলিম বিশ্বের একটি বড় অংশের কাছে অতি পবিত্র শহর।

শাহাদত-প্রেমিক আলী (রা.) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাঁর সঙ্গীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, সবাই কাঁদছে, চারিদিকে ক্রন্দনের শব্দ, কিন্তু আলী (রা.) এর মুখ হাস্যোজ্জ্বল। তিনি বলছেন, "আল্লাহর শপথ! আমার জন্য এর চেয়ে উত্তম কি হতে পারে যে, ইবাদতরত অবস্থায় শহীদ হব?" ঘাতকের প্রাণঘাতী আঘাতে ধরাশায়ী আমিরুল মু'মিনীন

www.nagorikpathagar.org

এ ঘটনা নিয়ে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা অবিচার না করার আহ্‌বান জানিয়ে বলেছিলেন,

"আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা তোমরা এমন যেন না কর, যখন আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেব তখন মানুষের উপর হামলা করবে এ অজুহাতে যে, আমীরুল মু'মিনীনকে শহীদ করা হয়েছে। অমুকের এটার পেছনে হাত ছিল, অমুক এ কাজে উৎসাহিত করেছে। এসব কথা বলে বেড়াবে না, বরং আমার হত্যাকারী হলো এই ব্যক্তি।"

মহান খলীফা হযরত আলী (রা.)মোট চার বছর নয় মাস খেলাফত পরিচালনা করেন। তাঁর খিলাফতকালে নানা সমস্যার মধ্যেও তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ প-িত ব্যক্তি ও ঐ সময়ে একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। বিচারের ক্ষেত্রে আলী'র তুলনা আলী নিজেই। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্ত ফায়সালাকরী হচ্ছেন হযরত আলী।' তাঁর সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য হযরত ওমর প্রায়ই বলতেন, 'আলী না থাকলে ওমর হালাক হয়ে যেতো।' হযরত আলী (রা.) সকল মানবিক মহৎ গুণে ও কর্মে অত্যুজ্জ্বল এক মর্দে মুজাহিদ। তাঁর অসাধারণ বিচারবুদ্ধি প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার ধৈর্য, বীরত্ব ও ত্যাগ সাধনা অতুলনীয়।

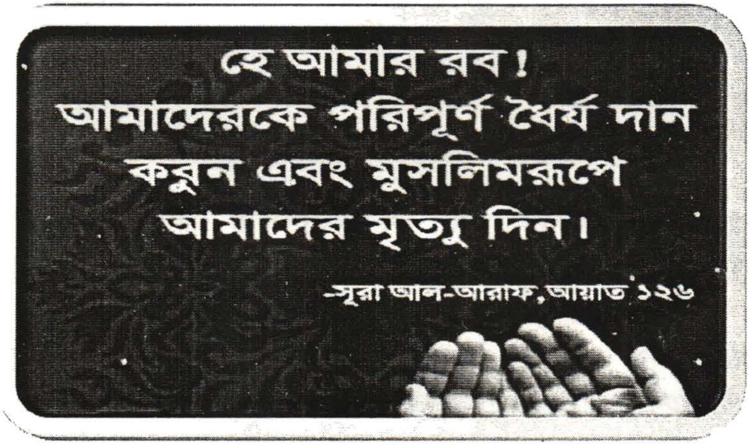

www.nagorikpathagar.org

উত্তরাধিকার নির্ধারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ

হযরত আলী (র.) মানব ইতিহাসের উজ্জল নক্ষত্র। বড় বড় মহৎ গুণে তিনি ছিলেন গুণান্বিত। তাঁর পরে অন্য কাউকে তিনি স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। লোকেরা যখন তাঁর পুত্র হযরত হাসানকে (রা.) খলীফা নির্বাচিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল; তিনি বলেছিলেন, 'এ ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ অথবা নিষেধ কোনটাই করছি না।' অন্য এক ব্যক্তি যখন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাচ্ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন-'আমি মুসলিম উম্মাহকে এমনভাবে ছেড়ে যেতে চাই, যেমন গিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)।'

হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন- 'আলীর চারটি গুণ ছিল যা অন্য কারো ছিল না। আরব ও অনারবের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলের সাথে সালাত আদায় করেছেন। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক জিহাদেই তাঁর হাতে জিহাদের ঝা-া থাকতো। তৃতীয়তঃ লোকেরা যখন রাসূলের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়েযেত, তখনও আলী তাঁর পাশেই থাকতো। চতুর্থতঃ আলীই রাসূল (সা.)-কে শেষ গোসল দিয়েছিলেন এবং তাঁকে কবরে শায়িত করেছিলেন।'

জীরার ইবনে হামজা তাঁর প্রিয় নেতার গুণাবলি তুলে ধরতে গিয়ে বলেছিলেন- "আলীর ব্যক্তিত্ব ছিল সীমাহীন, তিনি ক্ষমতায় ছিলেন দোর্দ-, তাঁর বক্তব্য ছিল সিদ্ধান্তমূলক, তাঁর বিচার ছিল ন্যায়ভিত্তিক, সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ, তাঁর প্রতিটি আচরণে প্রজ্ঞা প্রকাশিত হতো। তিনি সাদামাটা খাদ্য পছন্দ করতেন এবং অল্প দামের পোশাক পছন্দ করতেন। আল্লাহর কসম, তিনি আমাদের একজন হিসেবে আমাদের মাঝে ছিলেন,আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, আমাদের সকল অনুরোধ রক্ষা করতেন। তাঁর প্রতিসশ্রদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সম্বোধন করে কিছু বলতে ও প্রথমে কথা বলতে আমরা ভয় পেতাম না। তাঁর হাসিতে মুক্তা ছড়িয়ে পড়তো। তিনি ধার্মিকদের খুব সম্মান করতেন । অভাবগ্রস্তের প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। এতিম, নিকট আত্মীয় ও অন্নহীনকে খাওয়াতেন। তিনি বস্ত্রহীনে বস্ত্র দিতেন ও অক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্য করতেন।

তিনি দুনিয়ার চাকচিক্যকে ঘৃণা করতেন। আমি আলী ইবনে আবি তালিবকে গভীর রাতে বহুবার এ অবস্থায় মসজিদে দেখেছি, যে তিনি নিজ দাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে আর্তনাদ করতেন, যেন সাপে কামড় খাওয়া মানুষ এবং শোকাহত লোকেরা রোদন করে। তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে রোদন করে বলতেন, হে দুনিয়া, ওহে দুনিয়া, আমার কাছ থেকে দূর হও! আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করো না!"এরপর জীরার বলেন, আলী (রা.)'র অনুপস্থিতিতে আমি সেই মহিলার মতো শোকাহত, যার সন্তানকে তার কোলে রেখে কেটে ফেলা হয়েছে ।

www.nagorikpathagar.org

ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আহলে বাইতের আত্মত্যাগ

হযরত আলী (রা.)-এর দুই সন্তান; হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইনের (রা.) কথা সর্বজনবিদিত। তাঁরা আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের সদস্য। পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁদের অবদান অপরিসীম। মহানবী (সা.) ইমাম হাসান (রা.) ও তাঁর ভাই ইমাম হুসাইন (রা.) উভয়কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি বারংবার বলতেন: হাসান ও হুসাইন আমার সন্তান। আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) নবী(সা.)-এর এ কথাকে স্মরণ করে নিজের অন্যান্য সন্তানদেরকে বলতেন: 'তোমরা আমার সন্তান এবং হাসান ও হুসাইন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সন্তান।'

মহানবী (সা.) আরো বলতেন- 'যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইন (রা.) কে ভালবাসে, তারা প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভালবাসে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে হিংসা করবে এবং শত্রুতা করবে তারা প্রকৃতপক্ষে আমার সাথে শত্রুতা করেছে।' রাসুল (সা.) আরো বলেন: 'হাসান এবং হুসাইন বেহেশতের যুবকদের সর্দার'।

হযরত আলীর ছোট ছেলে হযরত হুসাইনকে ছোট্ট হিসেবে নবী (সা.) অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাকে মাঝে মাঝে কাঁধে নিয়ে বলতেন : 'হে প্রভু! আমি একে ভালবাসি তুমিও একে ভালবাসো।'

হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) ও নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা.)-এর প্রথম সন্তান। যখন আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.) মসজিদে কুফায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে গুরুতর আহত হলেন। তখন ইমাম হাসান (রা.) তাঁর নির্দেশে নামাযের ইমামতি করেন। হযরত আলীর (রা.) ওফাতের পর 'দারুল খিলাফা' তথা রাজধানী কুফার

www.nagorikpathagar.org

জনগণ হযরত হাসানকে (রা.) খলীফা নির্বাচিত করেন। এসময় খেলাফতের মসনদ নিয়ে নানা দিক থেকে বহু প্রতিবন্ধকতা আসতেছিল। তিনি মুসলিম উম্মার আন্তঃকলহ ও রক্তপাত পছন্দ করলেন না। তিনি খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়া চেয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য জরুরি মনে করলেন। এ কারণে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে খেলাফতের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া সমীচীন মনে করলেন। ৪১ হিজরী ২৬শে রবিউল আউয়াল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) সঙ্গে এক সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করার মাধ্যমে খেলাফত ত্যাগ করেন। এভাবে হযরত হাসানের নজীরবিহীন কুরবানি মুসলিম জাতিকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি দেয়। খেলাফত থেকে তাঁর পদত্যাগের বছরকে ইসলামের ইতিহাসে 'আমুল জামায়াহ'- ঐক্য ও সংহতির বছর নামে অভিহিত করা হয়।

অনুরূপভাবে ৬১ হিজরীর ১০ মহররম ইসলামের ইতিহাসের একটি ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যময় একটি দিন। ঐতিহাসিক এ দিনে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হাসানের ছোট ভাই হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা.) শাহাদত বরণ করেন। এ দিনে ইরাকের কুফা নগরের অদূরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (রা.) বিশ্বাসঘাতক অত্যাচারী শাসক ইয়াজিদের নিষ্ঠুর সেনাবাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ ও পরিবেষ্টিত হয়ে ৭২ জন সঙ্গীসহ নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন। বয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক তৃষ্ণার্ত নারী-পুরুষ, শিশু সদস্য পর্যন্ত একবিন্দু পানি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিদারুণ অমানবিক অবস্থায় কারবালার অন্যায়-অসম যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। হযরত ইমামের নিষ্পাপ শিশুপুত্র তাঁর কোলেই শত্রু নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তিরের আঘাতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ

www.nagorikpathagar.org

বিসর্জন দেন। আহত অবস্থায় ইমাম হুসাইন (রা.) একাকী শত্রু বাহিনীর উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয় পড়েন এবং অসীম সাহসীকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হন। ইসলামের কালজয়ী আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্যই কারবালায় নবীবংশের এ আত্মত্যাগ ছিল ইতিহাসের এক অনন্য নজির। মহানবী হযরতম মুহাম্মদ (সা.) যেরূপ ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তাঁর দৌহিত্র ইমাম হুসাইনও সেরূপ সংগ্রামে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে শেষ পর্যন্ত শাহাদাতের অমিয়া সুধা পান করেন। যতদিন এ নশ্বর পৃথিবীতে অত্যাচার-উৎপীড়ান থাকবে ততদিন কারবালার এ মহান আত্মত্যাগ মানবতাকে ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করার অনুপ্রেরণা যোগাবে। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পূর্ববর্তী নবী-রাসূল হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.) এবং শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তরাধিকার ইমাম হুসাইন (রা.)-এর কাছে পৌঁছেছিল। অপরদিকে নমরুদ, ফিরআউন, আবু জাহেল, ইয়াযীদ, ইবনে সা'দ, উবায়াদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এবং শিমারের উত্তরাধিকার পৌঁছেছে যুগে যুগে অত্যাচারী শাসকদের কাছে, যারা সব সময়ই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

কারবালায় শাহাদাতের ঘটনা মুসলমানদের ইসলামী জাগরণের চেতনাকে জাগ্রত করেছে। উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার (রহ.) চমৎকার বলেছেন-

'কতলে হুসাইন আসল মে মরগে ইয়াজিদ থা, ইসলাম জিন্দা হুতা
হায় হার কারবালাকে বাদ।'

অর্থাৎ হুসাইনের শাহাদাত মূলত ইয়াজিদের অপমৃত্যু ছিল। ইসলাম পুনর্জীবিত হয় প্রতিটি কারবালার পর।'

www.nagorikpathagar.org

কবি নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেনঃ

'ফিরে এলো আজ সেই মহররম মাহিনা,
ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি, না।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কারবালায় অন্যায়, অবিচার, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য রণাঙ্গনে অকুতোভয় লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেছিলেন; কিন্তু তিনি অসত্য, অধর্ম ও অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজি রেখে সপরিবারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ইসলামের সুমহান আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য। তাঁর এ বিশাল আত্মত্যাগ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

(ঐতিহাসিক কারবালার প্রান্তর, যেখানে হযরত আলী (রা.)-এর দ্বিতীয় পুত্র ও মহানবী (সা.)এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) শাহাদত বরণ করেন।)

www.nagorikpathagar.org

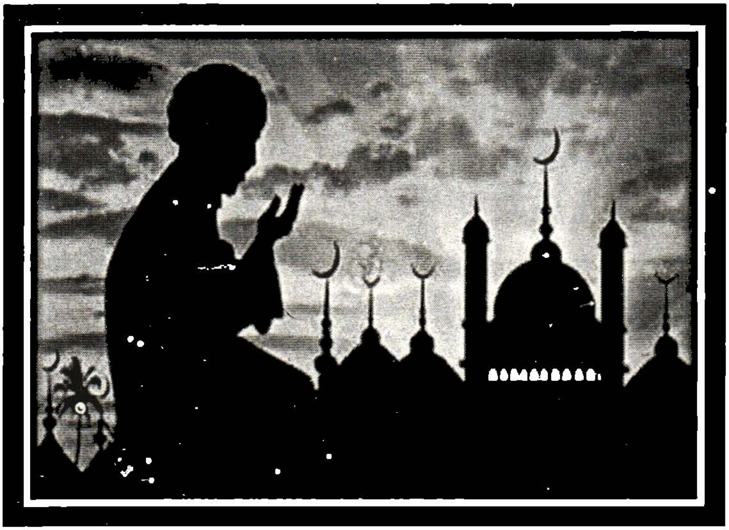

(হে প্রভু! আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পবিত্র বংশরগণের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের অনেক মর্যাদা রয়েছে। আর তারাই সফলকাম।' (সুরা তাওবা, আয়াত : ২০)।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আলী (রা.)-এর অমূল্য বাণী

হযরত আলী (রা.) ছিলেন অসাধারণ প-িত ও মহান দার্শনিক। আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে জ্ঞান প্রজ্ঞা ও হিকমতের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও বাণী দর্শনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের চূড়ান্ত বক্তব্য। ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালানা ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণের জন্য তাঁর বাণীসমুহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে তাঁর কতিপয় মূল্যবান বাণী তুলে ধরা হলোঃ

১. হযরত আলী (রা.) বলেন, 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রেম-ভালোবাসার জন্য; আর বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যবহারের জন্য। সমস্যার জন্ম নেয়, যখন বস্তুকে ভালোবাসা হয় এবং মানুষকে ব্যবহার করা হয়।

২. মানুষ উত্তম নিয়তের কারণে সওয়াব/পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়, যা অনেকক্ষেত্রে ভালো আমলের পরও পাওয়া যায় না। কেননা নিয়তের ক্ষেত্রে লোক- দেখানো বা লৌকিকতার সুযোগ নেই।

৩. ধন-সম্পদ মাটিতুল্য; আর মাটি সংরক্ষণের যথাযোগ্য স্থান হচ্ছে পদতলে। তা যদি মাথার ওপর রাখা হয়, সেটা কবরের নামান্তর হয়। আর কবর তো জীবিত মানুষের জন্য নয়।

৪. সময় ও সম্পদ এমন দুইটি জিনিস, যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। সময় মানুষকে বাধ্য করে, আর সম্পদ অহঙ্করী করে তোলে।

৫. নেককারদের সাহচর্য দ্বারা মানুষ শুধু মঙ্গলই পেয়ে থাকে। কেন না বাতাস যখন ফুলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাতে নিজেই সুগন্ধিযুক্ত হয়ে যায়।

৬. মূর্খলোক সম্পদের জন্য অন্তরের শান্তি বিসর্জন দেয়; আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনের শান্তির জন্য সম্পদ বিলিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

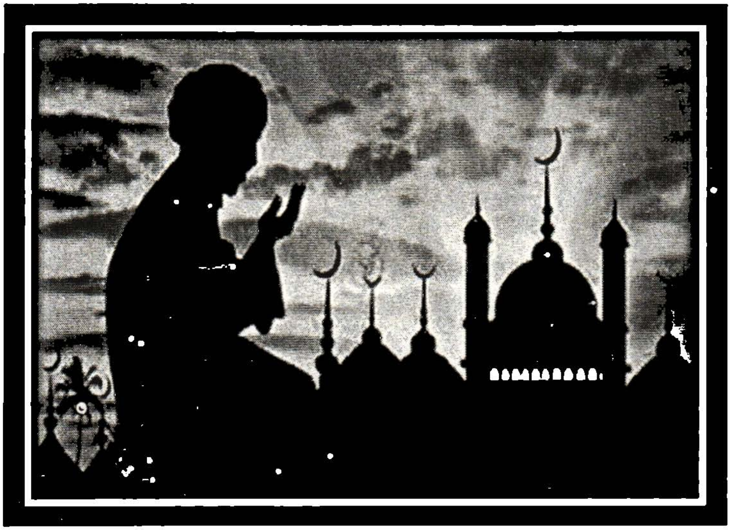

(হে প্রভু! আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পবিত্র বংশরগণের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের অনেক মর্যাদা রয়েছে। আর তারাই সফলকাম।' (সুরা তাওবা, আয়াত : ২০)।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আলী (রা.)-এর অমূল্য বাণী

হযরত আলী (রা.) ছিলেন অসাধারণ প-িত ও মহান দার্শনিক। আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে জ্ঞান প্রজ্ঞা ও হিকমতের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও বাণী দর্শনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের চূড়ান্ত বক্তব্য। ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালানা ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণের জন্য তাঁর বাণীসমুহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে তাঁর কতিপয় মূল্যবান বাণী তুলে ধরা হলো:

১. হযরত আলী (রা.) বলেন, 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রেম-ভালোবাসার জন্য; আর বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যবহারের জন্য। সমস্যার জন্ম নেয়, যখন বস্তুকে ভালোবাসা হয় এবং মানুষকে ব্যবহার করা হয়।

২. মানুষ উত্তম নিয়তের কারণে সওয়াব/পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়, যা অনেকক্ষেত্রে ভালো আমলের পরও পাওয়া যায় না। কেননা নিয়তের ক্ষেত্রে লোক- দেখানো বা লৌকিকতার সুযোগ নেই।

৩. ধন-সম্পদ মাটিতুল্য; আর মাটি সংরক্ষণের যথাযোগ্য স্থান হচ্ছে পদতলে। তা যদি মাথার ওপর রাখা হয়, সেটা কবরের নামান্তর হয়। আর কবর তো জীবিত মানুষের জন্য নয়।

৪. সময় ও সম্পদ এমন দুইটি জিনিস, যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। সময় মানুষকে বাধ্য করে, আর সম্পদ অহঙ্করী করে তোলে।

৫. নেককারদের সাহচর্য দ্বারা মানুষ শুধু মঙ্গলই পেয়ে থাকে। কেন না বাতাস যখন ফুলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাতে নিজেই সুগন্ধিযুক্ত হয়ে যায়।

৬. মূর্খলোক সম্পদের জন্য অন্তরের শান্তি বিসর্জন দেয়; আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনের শান্তির জন্য সম্পদ বিলিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

৭. কখনও কারও সামনে নিজের সততা-ভালো হওয়ার কথা বলতে যাবে না। কেননা তোমার প্রতি যার বিশ্বাস আছে, তার কাছে তেমনটির প্রয়োজন নেই; আর তোমার প্রতি যার ভক্তি-বিশ্বাস নেই, সে তা মেনে নেবে না।

৮. জীব-জন্তুর মাঝে থাকে প্রবৃত্তি-কামনা এবং ফেরেশতাদের মধ্যে থাকে বুদ্ধি-বিবেক; কিন্তু মানুষের মধ্যে থাকে উভয়টি। মানুষ যদি বিবেক-বুদ্ধিকে চেপে যায়, পশু হয়ে যায়, আর যদি প্রবৃত্তি-কামনা-বাসনাকে চেপে যায়, ফেরেশতাসম হয়ে যায়।

৯. সৎমানুষের এটাও অন্যতম গুণ যে, তাদের ইচ্ছা করে মনে রাখতে হয় না; তাদের কথা এমনিতেই মনে পড়ে।

১০. ভালোবাসা সবাইকে নিবেদন করো; তবে তাকে সর্বাধিক ভালোবাসো, যার অন্তরে তোমার জন্য তোমার চেয়েও অধিক ভালোবাসা বিদ্যমান।

১১. যে কাউকে একাকী উপদেশ দেয়, সে তাকে সজ্জিত করে; আর যে কাউকে সবার সামনে উপদেশ দেয়, সে তাকে আরও বিগড়িয়ে ফেলে।

১২. জীবনযাপনকে প্রয়োজনের মধ্যে সীমীত রাখো; শখ-বাসনার দিকে নিয়ে যাবে না। চাহিদা একজন ফকিরেরও পূর্ণ হয়ে যায়। আর শখ-বাসনা একজন রাজা-বাদশাহরও পূর্ণ হয় না।

১৩. কথা বল পার্থক্য-জ্ঞানসহ, প্রশ্ন-প্রতিবাদ কর প্রমাণসহ। কেননা মুখ তো পশু-প্রাণীরও থাকে; কিন্তু তারা জ্ঞান-বুদ্ধি-ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

১৪. কোনো মানুষের ভালো বা গুণের কিছু জানলে, তা বল, প্রকাশ কর। কিন্তু কোনো ত্রুটি পেলে সেক্ষেত্রে তোমার নিজের গুণের পরীক্ষা বলে মনে করবে। অর্থাৎ ত্রুটি প্রকাশ করবে না।

www.nagorikpathagar.org

১৫. সেসব মানুষের ওপর আস্থা-ভরসা রাখবে, যারা তোমার তিনটি বিষয় মূল্যায়ন করে। ক. তোমার হাসি-আনন্দের ক্ষেত্রে অব্যক্ত দয়া পোষণ করে, খ. তোমার ক্রোধের ক্ষেত্রে অব্যক্ত ভালোবাসা পোষণ করে, গঠ. তোমার মৌনতার ক্ষেত্রে গোপনমুখ হিসেবে কাজ করে।

www.nagorikpathagar.org

৭. কখনও কারও সামনে নিজের সততা-ভালো হওয়ার কথা বলতে যাবে না। কেননা তোমার প্রতি যার বিশ্বাস আছে, তার কাছে তেমনটির প্রয়োজন নেই; আর তোমার প্রতি যার ভক্তি-বিশ্বাস নেই, সে তা মেনে নেবে না।

৮. জীব-জন্তুর মাঝে থাকে প্রবৃত্তি-কামনা এবং ফেরেশতাদের মধ্যে থাকে বুদ্ধি-বিবেক; কিন্তু মানুষের মধ্যে থাকে উভয়টি। মানুষ যদি বিবেক-বুদ্ধিকে চেপে যায়, পশু হয়ে যায়, আর যদি প্রবৃত্তি-কামনা-বাসনাকে চেপে যায়, ফেরেশতাসম হয়ে যায়।

৯. সৎমানুষের এটাও অন্যতম গুণ যে, তাদের ইচ্ছা করে মনে রাখতে হয় না; তাদের কথা এমনিতেই মনে পড়ে।

১০. ভালোবাসা সবাইকে নিবেদন করো; তবে তাকে সর্বাধিক ভালোবাসো, যার অন্তরে তোমার জন্য তোমার চেয়েও অধিক ভালোবাসা বিদ্যমান।

১১. যে কাউকে একাকী উপদেশ দেয়, সে তাকে সজ্জিত করে; আর যে কাউকে সবার সামনে উপদেশ দেয়, সে তাকে আরও বিগড়িয়ে ফেলে।

১২. জীবনযাপনকে প্রয়োজনের মধ্যে সীমীত রাখো; শখ-বাসনার দিকে নিয়ে যাবে না। চাহিদা একজন ফকিরেরও পূর্ণ হয়ে যায়। আর শখ-বাসনা একজন রাজা-বাদশাহরও পূর্ণ হয় না।

১৩. কথা বল পার্থক্য-জ্ঞানসহ, প্রশ্ন-প্রতিবাদ কর প্রমাণসহ। কেননা মুখ তো পশু-প্রাণীরও থাকে; কিন্তু তারা জ্ঞান-বুদ্ধি-ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

১৪. কোনো মানুষের ভালো বা গুণের কিছু জানলে, তা বল, প্রকাশ কর। কিন্তু কোনো ত্রুটি পেলে সেক্ষেত্রে তোমার নিজের গুণের পরীক্ষা বলে মনে করবে। অর্থাৎ ত্রুটি প্রকাশ করবে না।

www.nagorikpathagar.org

১৫. সেসব মানুষের ওপর আস্থা-ভরসা রাখবে, যারা তোমার তিনটি বিষয় মূল্যায়ন করে। ক. তোমার হাসি-আনন্দের ক্ষেত্রে অব্যক্ত দয়া পোষণ করে, খ. তোমার ক্রোধের ক্ষেত্রে অব্যক্ত ভালোবাসা পোষণ করে, গঠ. তোমার মৌনতার ক্ষেত্রে গোপনমুখ হিসেবে কাজ করে।

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১টি বিখ্যাত কবিতা

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামের নানা বিষয়ে যেমন- কুরআন, মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'খেয়া পারের তরণী' বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা, যেখানে হযরত আলী (রা.)সহ অন্যন্যা খলীফাদের তিনি কা-রী হিসেবে মুল্যায়ন করেছেন। প্রাসঙ্গিক হিসেবে এখানে 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটি তুলে ধরা হলো :

খেয়া-পারের তরণী

যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্য্যে এ গর্জ্জেছে কে আবার ?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্রা উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে!

তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী
দমকি দমকি দেয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থর থর যামিনী!

www.nagorikpathagar.org

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভিক চিত্তে
অবহেলি 'জলধির ভৈরব গর্জ্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জ্জন!
পূণ্য পথের এ যে যাত্রীরা নিস্পাপ,
ধর্ম্মেরি বর্ম্মে সু-রক্ষিত দিল্-সাফ!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতে ও
কাণ্ডারী আহমদ তরী ভরা পাথেয়!

আবুবকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাড়ী যে তরুণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ্!

"শাফায়ত্"-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
"জান্নাত" হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল!
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ও-পারের যাত্রী!

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হ'লো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার ।

----সমাপ্ত-----

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১টি বিখ্যাত কবিতা

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামের নানা বিষয়ে যেমন- কুরআন, মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'খেয়া পারের তরণী' বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা, যেখানে হযরত আলী (রা.)সহ অন্যন্যা খলীফাদের তিনি কা-ারী হিসেবে মুল্যায়ন করেছেন। প্রাসঙ্গিক হিসেবে এখানে 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটি তুলে ধরা হলো :

খেয়া-পারের তরণী

যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্য্যে এ গর্জ্জেছে কে আবার ?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্রা উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে!

তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী
দমকি দমকি দেয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থর থর যামিনী!

www.nagorikpathagar.org

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভিক চিত্তে
অবহেলি 'জলধির ভৈরব গর্জ্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জ্জন!
পূণ্য পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্ম্মেরি বর্ম্মে সু-রক্ষিত দিল্-সাফ!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতে ও
কাণ্ডারী আহমদ তরী ভরা পাথেয়!

আবুবকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাড়ী যে তরুণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ্!

"শাফায়ত্"-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
"জান্নাত" হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল!
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ও-পারের যাত্রী!

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হ'লো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার ।

----সমাপ্ত-----

www.nagorikpathagar.org

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

০১.	মাতৃভাষার কুরআন শিক্ষা (১৫ দিনের কোর্স)	৮০.০০
০২.	ছোটদের শেখ সাদী	১০০.০০
০৩.	খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ	১০০.০০
০৪.	আল-কোরআনের গল্প-১	১৪০.০০
০৫.	রাহে আমল (১ম খণ্ড)	১৬০.০০
০৬.	রাহে আমল (২য় খণ্ড)	১৭০.০০
০৭.	পয়গামে মুহাম্মদী (আটটি ভাষণ)	২০০.০০
০৮.	ফিকহ্ মুহাম্মদী	২০০.০০
০৯.	এন্তেখাবে হাদিস (১-২ একত্রে)	১৮০.০০
১০.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে জান্নাত লাভের উপায়	৬০.০০
১১.	ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ	১৫০.০০
১২.	ইসলামী আন্দোলনের ভবিষৎ কর্মকৌশল	২২০.০০
১৩.	ইসলামের সামাজিক বিধান	২০০.০০
১৪.	স্পেন বিজয়ী মূসা	১৪০.০০
১৬.	হাদিসের পরিচয় ও ইতিবৃত্ত্ব	১০০.০০
১৭.	রহস্যের চাদর	৭৫.০০
১৮.	দৈনন্দিন জীবনে পর্দা	৭৫.০০
১৯.	রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন	১৫০.০০
২০.	পথের সম্বল (শহীদ হাসানুল বান্না)	-
২১.	ছোটদের চার খলিফা	-
২২.	হযরত মোহাম্মদ ﷺ-এর অলৌকিক ঘটনাসমূহ	-
২৩.	নির্বাচিত আয়াত ও হাদিস সংকলন	৫০.০০
২৪.	ছোটদের হযরত আবু বকর رضي الله عنه	-
২৫.	ছোটদের হযরত ওমর رضي الله عنه	-
২৬.	ছোটদের হযরত ওসমান رضي الله عنه	-
২৭.	ছোটদের হযরত আলী رضي الله عنه	১৫০.০০
২৮.	বিশ্বনবি ﷺ-এর শাশ্বত অমিয় বাণী (১)	৩৮০.০০
	একটি নির্বাচিত হাদিস সংকলন (২)	৩৮০.০০
২৯.	অবাক সেনাপতি	৭৫.০০
৩০.	গ্রানাডার শেষ বীরের গল্প শোন	১০০.০০
৩১	আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনের কর্মপন্থা	১০০.০০
৩২	দৈনন্দিন জীবনের পর্দা	১০০.০০

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

০১.	মাতৃভাষার কুরআন শিক্ষা (১৫ দিনের কোর্স)	৮০.০০
০২.	ছোটদের শেখ সাদী	১০০.০০
০৩.	খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ	১০০.০০
০৪.	আল-কোরআনের গল্প-১	১৪০.০০
০৫.	রাহে আমল (১ম খণ্ড)	১৬০.০০
০৬.	রাহে আমল (২য় খণ্ড)	১৭০.০০
০৭.	পয়গামে মুহাম্মদী (আটটি ভাষণ)	২০০.০০
০৮.	ফিকহ্ মুহাম্মদী	২০০.০০
০৯.	এন্তেখাবে হাদিস (১-২ একত্রে)	১৮০.০০
১০.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে জান্নাত লাভের উপায়	৬০.০০
১১.	ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ	১৫০.০০
১২.	ইসলামী আন্দোলনের ভবিষৎ কর্মকৌশল	২২০.০০
১৩.	ইসলামের সামাজিক বিধান	২০০.০০
১৪.	স্পেন বিজয়ী মূসা	১৪০.০০
১৬.	হাদিসের পরিচয় ও ইতিবৃত্ত	১০০.০০
১৭.	রহস্যের চাদর	৭৫.০০
১৮.	দৈনন্দিন জীবনে পর্দা	৭৫.০০
১৯.	রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন	১৫০.০০
২০.	পথের সম্বল (শহীদ হাসানুল বান্না)	-
২১.	ছোটদের চার খলিফা	-
২২.	হযরত মোহাম্মদ ﷺ-এর অলৌকিক ঘটনাসমূহ	-
২৩.	নির্বাচিত আয়াত ও হাদিস সংকলন	৫০.০০
২৪.	ছোটদের হযরত আবু বকর رضي الله عنه	-
২৫.	ছোটদের হযরত ওমর رضي الله عنه	-
২৬.	ছোটদের হযরত ওসমান رضي الله عنه	-
২৭.	ছোটদের হযরত আলী رضي الله عنه	১৫০.০০
২৮.	বিশ্বনবি ﷺ-এর শাশ্বত অমিয় বাণী (১)	৩৮০.০০
	একটি নির্বাচিত হাদিস সংকলন (২)	৩৮০.০০
২৯.	অবাক সেনাপতি	৭৫.০০
৩০.	গ্রানাডার শেষ বীরের গল্প শোন	১০০.০০
৩১	আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনের কর্মপন্থা	১০০.০০
৩২	দৈনন্দিন জীবনের পর্দা	১০০.০০

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত শিশু-কিশোরদের বই

- ছোটদের প্রিয়নবী (সাঃ)
- ছোটদের হযরত আবুবকর (রা.)
- ছোটদের হযরত ওমর (রা.)
- ছোটদের হযরত ওসমান (রা.)
- ছোটদের হযরত আলী (রা.)
- খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)
- খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ
- ছোটদের শেখ সা'দী
- আল-কুরআনের গল্প-১
- আল-কুরআনের গল্প-২
- গ্রানাডার শেষ বীরের গল্প শোনো
- ভালো মানুষের গল্প
- ন্যায় বিচারের গল্প
- পেতাম যদি এমন শাসক
- রহস্যের চাদর
- অবাক সেনাপতি
- স্পেন বিজয়ী মুসা
- আল হাদীসের গল্প-১
- শিকলপরা হাতের পরশ
- সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা
- সেরা মুসলিম বিজ্ঞানী
- গল্পে গল্পে ছোটদের ৩৬৫ দিন

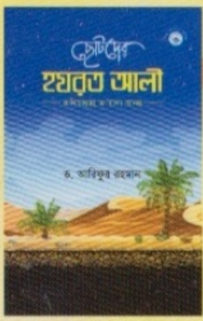

ছোটদের হযরত আলী (রা.)

প্রকাশনায়

ফাহিম বুক ডিপো
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৫ ৭১৭১৪৭, ০১৭১২ ২৮৭৬৯৫
E-mail : fahimbookdepo11@gmail.com
fb : facebook.com/fahimbookdepo.official